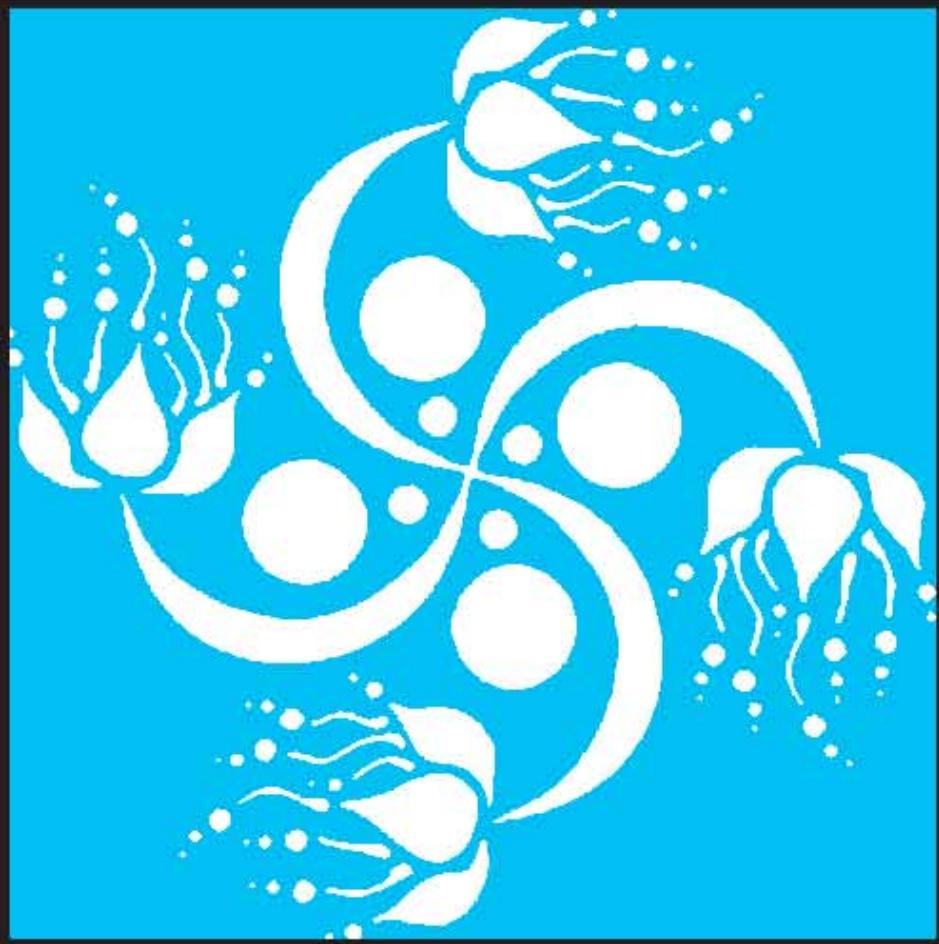


সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গবানী আন্তর্জাতিক প্রোক্ষ কাপ

২০১৯ সালে প্রথমবারের ঘোষণা আন্তর্জাতিক বঙ্গবানী অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক প্রোক্ষ কাপ দুর্নীয়েন্টে বাংলাদেশ, মহেলিয়া, সাওস, কাঞ্চিকিল্লা, কিরলিঙ্গাল ও সহস্রক আরব আঘোষণ এবং নারী ফুটবলাররা অঞ্চল করেন। লাল-সবুজের অভিযন্তি বাংলাদেশ নল সূর্যোদ পেলে কাইমাল পৌছে যাব। কবে বাংলাদেশ-সাওস কাইমাল দেশাতি আকৃতিক সূর্যোদের কাহানে বাতিলের নিষ্কাশ যালে উভয় সলকেই যুগ্মভাবে জমী বোৰ্ডৰা কৰা হব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. পরেশ চন্দ্র মডল
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য
নিরঙ্গন অধিকারী

সম্পাদনা

ড. মাধবী রাণী চন্দ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ - কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচলন প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

সংস্কৃত ভাষাকে আরও জীবনভিত্তিক ও সংস্কালীন চাহিদার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্যই এ বইটি পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা হরফে গীতা, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাই এই পুস্তকটির সাহিত্যাংশের পাঠ্যসমূহ বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা শেখা ও বলার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জনাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হবে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ	বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
প্রথমঃ অধ্যায়ঃ		দশমঃ পাঠঃ	২১
প্রথমঃ পাঠঃ	১	ঈশ্বরস্তোত্রম্	
কৃষক-রাজহংসী-কথা		একাদশঃ পাঠঃ	২৩
বিতীয়ঃ পাঠঃ	৩	নীতিশোকাঃ	
কাক-শৃঙ্গাল-কথা		বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
ভূতীয়ঃ পাঠঃ	৫	প্রথমঃ পাঠঃ	২৬
মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ		বর্ণপ্রকরণম্	
চতুর্থঃ পাঠঃ	৭	বিতীয়ঃ পাঠঃ	৩০
হংস-কাক-ব্যাধ-কথা		সম্মিলিতপ্রকরণম্	
পঞ্চমঃ পাঠঃ	৯	ভূতীয়ঃ পাঠঃ	৩৭
সিংহ-মূষিক-কথা		লিঙ্গপ্রকরণম্	
ষষ্ঠঃ পাঠঃ	১১	চতুর্থঃ পাঠঃ	৪০
ভক্তঃ প্রহৃদঃ		শব্দুরূপঃ	
সম্মতমঃ পাঠঃ	১৪	পঞ্চমঃ পাঠঃ	৪৮
শৃঙ্গাল-দ্রাক্ষাফল-কথা		ধাতুরূপঃ	
অষ্টমঃ পাঠঃ	১৭	ষষ্ঠঃ পাঠঃ	৫৫
দেবী সরস্বতী		অব্যয়প্রকরণম্	
নবমঃ পাঠঃ	১৯	সম্মতমঃ পাঠঃ	৫৭
ভগবান् শ্রীকৃষ্ণঃ		কারক-বিভক্তিঃ	
		অভিধানিকা	৬২

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

কৃষক-রাজহংসী-কথা

অয়ঃ বিষ্ণুপুরং নাম গ্রামঃ । অত্র গোপালো নাম দরিদ্রঃ কৃষকে নিবসতি । তস্য একা রাজহংসী অস্তি । সা প্রত্যহং একং স্বর্ণডিষ্টং প্রসূতে । তেন কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি । একদা স চিন্তয়তি, “অস্যাঃ গর্ভে অবশ্যমেব বহবঃ স্বর্ণডিষ্টাঃ সন্তি । যদ্যহং সর্বান্ত ডিষ্টান্ একত্র প্রাপ্নোমি তর্হি ধনবান্ ভবিষ্যামি ।”

একদা লোভী কৃষকঃ হংসীং নিহন্তি । কিন্তু স তস্যাঃ গর্ভে একমপি ডিষ্টং ন প্রাপ্নোতি । তস্মাত্ত তস্য মনসি অতীব দুঃখং জায়তে । অতঃ স উচ্চৈঃ রোদিতি ।

লোভঃ দুঃখস্য কারণম् ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : নিবসতি - বাস করে । তস্য - তার । প্রত্যহং - প্রতিদিন । প্রসূতে - প্রসব করে । চিন্তয়তি - চিন্তা করে । অস্যাঃ - এর । প্রাপ্নোমি - পাই । তর্হি - তাহলে । নিহন্তি - হত্যা করে । প্রাপ্নোতি - পায় । তস্মাত্ত - সেই হেতু । মনসি - মনে । জায়তে - জন্মাগ্রহণ করে । রোদিতি - রোদন করে । দুঃখস্য - দুঃখের ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিশেষণ : গোপালো নাম = গোপালঃ + নাম । কৃষকো নিবসতি = কৃষকঃ + নিবসতি । প্রত্যহং = প্রতি + অহং । অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব । একমপি = একম্ + অপি । অতীব = অতি + ইব । যদ্যহং = যদি + অহং ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : স্বর্ণডিষ্টং - কর্মে ২য়া । তেন - হেতুর্থে ৩য়া । অস্যাঃ - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী । হংসীং - কর্মে ২য়া । গর্ভে - অধিকরণে ৭মী । তস্মাত্ত - হেতুর্থে ৫মী । মনসি - অধিকরণে ৭মী ।

প্রশ্নমালা

১) সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) বিষ্ণুপুর একটি নদীর / পাহাড়ের / শহরের / গ্রামের নাম ।
- খ) রাজহংসী প্রসব করত সোনার / বুপার / হীরার / মুক্তার ডিম ।
- গ) লোভী কৃষক রাজহংসীকে আঘাত করেছিল / মেরেছিল / খাঁচায় ভরেছিল / নদীতে ছেড়ে দিয়েছিল ।
- ঘ) স্বর্ণডিষ্ট না পেয়ে কৃষক বিলাপ করেছিল / মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল / ছেলেকে মেরেছিল / রোদন করেছিল ।
- ঙ) লোভ পাপের / বেদনার / যন্ত্রণার / দুঃখের কারণ ।

২। শুন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) —— কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি ।
- খ) লোভী কৃষকঃ হংসীঁ—— ।
- গ) মনসি —— দুঃখঁ জায়তে ।
- ঘ) অতঃ স —— রোদিতি ।
- ঙ) —— দুঃখস্য কারণম् ।

৩। বাংলায় উভয় দাও :

- ক) বিষ্ণুপুর কিসের নাম ?
- খ) গোপাল কে ছিল ?
- গ) গোপাল কোথায় বাস করত ?
- ঘ) রাজহংসী প্রতিদিন কি প্রসব করত ?
- ঙ) একদিন কৃষক কি করেছিল ?
- চ) কৃষকের মনে দুঃখ হয়েছিল কেন ?
- ছ) লোভ কিসের কারণ ?

৪। বাক্য রচনা কর :

অত্র, অস্তি, প্রসূতে, একত্র, মনসি ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

প্রত্যহম্, চিন্তয়তি, তস্য, প্রাপ্নোমি, দুঃখস্য ।

৬। সম্বিচ্ছদ কর :

প্রত্যহং, অবশ্যমেব একমপি, যদ্যহম্ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্গয় কর :

তেন, তস্মাঽ, হংসীঁ, মনসি, গর্ভে ।

৮। গজটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ ।

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) তস্য একা প্রসূতে ।

খ) একদা স ভবিষ্যামি ।

গ) কিঞ্চ স জায়তে ।

১০। ‘কৃষক-রাজহংসী-কথা’ গজটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

ଉତ୍ତିମଃ ପାଠଃ

କାକ-ଶୁଗାଲ-କଥା

ଅସିତ ଗ୍ରାମପ୍ରାନ୍ତେ ଏକଂ ଶ୍ୟାମଲମରଣ୍ୟମ୍ । ତତ୍ର ତିଷ୍ଠିତି ଏକୋ ବିଶାଳଃ ବଟ୍ସ୍କଃ । ଏକଦା ଏକଃ କାକଃ କସ୍ୟଚିଂ
କୃଷକସ୍ୟ ଗୃହାଂ ଏକଂ ପିଣ୍ଡକଥତ୍ତମ୍ ଆନୀତବାନ୍ । ତତଃ ସ ବୃକ୍ଷଶାଖାଯାମ୍ ଉପବିଷ୍ଟଃ । ତମିନ୍ କାଳେ ଏକଃ ଶୁଗାଲଃ
ତତ୍ରାଗତଃ । କାକସ୍ୟ ମୁଖେ ପିଣ୍ଡକଥତ୍ତମ୍ ଦୃଷ୍ଟା ତସ୍ୟ ଲୋଭୋ ଜୋତଃ । ସଃ ଅବଦଃ, “ମିତ୍ର! ମଧୁରଂ ତେ ଦର୍ଶନମ୍ ।
କଞ୍ଚୋଷ୍ପି ମଧୁରଃ । ତବ କର୍ତ୍ତାଂ ଗାନଂ ଶ୍ରୋତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି । କୃପ୍ୟା ଗାନଂ କୁରୁ । ପ୍ରସନ୍ନଂ ଭବତୁ ମେ ମନଃ ।”

ଶୁଗାଲସ୍ୟ ମୁଖାଂ ପ୍ରଶଂସାଂ ଶୁଢ଼ା କାକଃ ବିମୁଦ୍ଧଃ ଅଭବଃ । ସ ପରମାନନ୍ଦେନ ‘କା କା’ ଇତି ଶଦମକରୋଃ । ତେନ ତସ୍ୟ
ମୁଖାଂ ପିଣ୍ଡକଥତ୍ତମ୍ ଭୂମୌ ପତିତମ୍ । ଶୁଗାଲଃ ହର୍ଷେଣ ତଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟତି ସ ।

ଖଲୋ ନ ବିଶ୍ୱସନୀୟଃ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶଦାର୍ଥ : ଅରଣ୍ୟମ୍ — ବନ । ତତ୍ର — ମେଥାନେ । କୃଷକସ୍ୟ — କୃଷକେର । ଗୃହାଂ — ଘର ଥେକେ ।
ଆନୀତବାନ୍ — ଏନେଛିଲ । ବୃକ୍ଷଶାଖାଯାମ୍ — ଗାହେର ଡାଳେ । ଦୃଷ୍ଟା — ଦେଖେ । ପିଣ୍ଡକଥତ୍ତମ୍ — ପିଠାର ଟୁକରୋ ।
ଶ୍ରୋତୁମ୍ — ଶୁଣିତେ । କୃପ୍ୟା— ଦୟା କରା । ଶୁଢ଼ା— ଶୁନେ । ଭୂମୌ— ମାଟିତେ । ହର୍ଷେଣ— ଆନନ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ।

ବ୍ୟାକରଣ

(କ) ସମ୍ବିଦ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ: ଶ୍ୟାମଲମରଣ୍ୟମ୍ = ଶ୍ୟାମଲମ୍ + ଅରଣ୍ୟମ୍ । ତତ୍ରାଗତଃ = ତତ୍ର + ଆଗତଃ । କଞ୍ଚୋଷ୍ପି = କର୍ତ୍ତଃ +
ଅପି । ପରମାନନ୍ଦେନ = ପରମ + ଆନନ୍ଦେନ । ଶଦମକରୋଃ = ଶଦମ୍ + ଅକରୋଃ । ଖଲୋ ନ = ଖଲଃ + ନ ।

(ଖ) କାରଣସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ୟ : ଗ୍ରାମପ୍ରାନ୍ତେ—ଅଧିକରଣେ ୭ମୀ । ଗୃହାଂ—ଅପାଦାନେ ୫ମୀ । ବୃକ୍ଷଶାଖାଯାମ୍ =
ଅଧିକରଣେ ୭ମୀ । ପିଣ୍ଡକଥତ୍ତମ୍—କର୍ମେ ୨ୟା । କୃପ୍ୟା—ହେତୁରେ ୩ୟା । ମୁଖାଂ—ଅପାଦାନେ ୫ମୀ ।
ଶୁଗାଲଃ—କର୍ତ୍ତାୟ ୧ମା ।

ପ୍ରଶନ୍ନମାଲା

୧। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଟିକ୍ ଦାଓ :

- କ) କାକ କୃଷକେର ଘର ଥେକେ ଏନେଛିଲ ମାଛ / ପିଠା / ଇଁଦୁର / ମାଂସ ।
- ଖ) ପିଠା ନିଯେ କାକ ବସେଛିଲ ଗାହେର ଡାଳେ / ଘରେର ଚାଳେ / ଫୁଲବାଗାନେ / ଆମଗାହେର ଅଥଭାଗେ ।
- ଗ) ଶୁଗାଲେର ଲୋଭ ହେଯେଛିଲ ମାଂସ / ମାଛ / କଲା / ପିଠା ଦେଖେ ।
- ଘ) ଶୁଗାଲ କାକକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେଛିଲ ଭାଇ / ମିତ୍ର / ଦାଦା / କାକା ବଲେ ।
- ঙ) ପିଠାର ଟୁକରୋ ପଡେଛିଲ ମାଟିତେ / ଟିନେର ଚାଳେ / ଗାହେର ଡାଳେ / ନଦୀର ଜଲେ ।

২। বাংলায় উভয় দোও :

- ক) বটবৃক্ষটি কোথায় ছিল ?
- খ) কাক কৃষকের ঘর থেকে কি এনেছিল ?
- গ) কাকটি কোথায় বসেছিল ?
- ঘ) শৃঙ্গাল কোথায় এসেছিল ?
- ঙ) তার লোভ হল কেন ?
- চ) শৃঙ্গাল কাককে কি বলেছিল ?
- ছ) কাক কেন মুগ্ধ হল ?
- জ) মুগ্ধ হয়ে কাক কি করল ?
- ঘা) পিষ্টকখড় কোথায় পড়ে গেল ?
- ঝঃ) শৃঙ্গাল তখন কি করল ?

৩। শুন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অস্তি গ্রামপ্রান্তে —— শ্যামলমরণ্যম্ ।
- খ) স —— উপবিষ্টঃ ।
- গ) কঠোৰ্পি —— ।
- ঘ) —— ভবতু মে মনঃ ।
- ঙ) পিষ্টকখডং ভূমৌ —— ।

৪। বাক্যরচনা কর :

গৃহাঃ, কাকস্য, দর্শনম্, মনঃ, ভূমৌ ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

গৃহাঃ, বৃক্ষশাখায়াম্, আনীতবান्, দৃষ্টা, শ্রোতুম্ ।

৬। সম্বিচ্ছদ কর :

তত্রাগতঃ, কঠোৰ্পি, পরমানন্দেন, শব্দমকরোৎ, লোভো জাতঃ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গৃহাঃ, বৃক্ষশাখায়াম্, পিষ্টকখডং, কঠাঃ, শৃঙ্গালঃ, ভূমৌ ।

৮। গজাটির উপদেশ সহস্রকৃত ভাষায় লেখ এবং তার বাংলা অনুবাদ কর ।

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) একদা একঃ তত্রাগতঃ ।

খ) সঃ অবদৎ ইচ্ছামি ।

গ) শৃঙ্গালস্য মুখাঃ শব্দমকরোৎ ।

ঘ) তেন তস্য ভক্ষয়তি স্ম ।

১০। ‘কাক-শৃঙ্গাল-কথা’ গজাটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ

আসীৎ রমেশো নাম কশিং মেষপালকঃ। স প্রতিদিনং ক্ষেত্ৰেষু মেষান् অচৱয়ৎ। কৌতুকাং প্রায়শঃ সো২বদৎ, “ভো জনাঃ! ব্যাস্তঃ আগতঃ। কৃপয়া রক্ষত মে জীবনম্।” তস্য আর্তনাদং শুত্রা লোকাস্তত্ত্ব আগচ্ছন্ত। স তান् দৃষ্টা উচৈরহসৎ। প্রতারিতাঃ জনাঃ গৃহং প্রত্যাগতাঃ। প্রায় এব স এবং করোতি স্ম।

একদা সত্যমেব কশিং ব্যাস্তঃ আগতঃ। ভয়ার্তঃ মেষপালকঃ প্রাণৱৰক্ষার্থং জনান্ আহুতবান্। কিন্তু স মিথ্যাবাদী ইতি সর্বে অমন্যন্ত। অতো ন কোৰ্পি তৎসমীপম্ আগতঃ। ব্যাস্তঃ অনায়াসেন রমেশং মেষান্ চ অভক্ষয়ৎ।

পরিহাসেনাপি মিথ্যাভাষণং ন কর্তব্যম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : আসীৎ — ছিল। অচৱয়ৎ — চৰাত। ব্যাস্তঃ — বাঘ। কৃপয়া — দয়া কৰে। শুত্রা — শুনে। দৃষ্টা — দেখে। অহসৎ — হেসেছিল। ভয়ার্তঃ — ভীত। প্রাণৱৰক্ষার্থং — প্রাণৱৰক্ষার জন্য। আহুতবান্ — ডেকেছিল। অভক্ষয়ৎ — খেয়েছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধিচ্ছেদ : কশিং = কঃ + শিং। সো২বদৎ = সঃ + অবদৎ। লোকাস্তত্ত্ব = লোকাঃ + তত্ত্ব। উচৈরহসৎ = উচৈঃ + অহসৎ। সত্যমেব = সত্যম্ + এব। কোৰ্পি = কঃ + অপি। পরিহাসেনাপি = পরিহাসেন + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : ক্ষেত্ৰেষু — অধিকরণে ৭মী। কৌতুকাং — হেতু অর্থে ৫মী। কৃপয়া — হেতু অর্থে ৩য়া। তান् — কর্মে ২য়া। সর্বে — কর্তায় ১য়া। রমেশং, মেষান্ — কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) টিক দাও :

- ক) মেষপালক কৌতুক কৰে বলত সিংহ / বাঘ / ভলুক / সর্প এসেছে।
- খ) লোকজনকে দেখে মেষপালক হাসত / কাঁদত / নাচত / গাইত।
- গ) বাঘ দেখে মেষপালক কেঁদেছিল / বিলাপ করেছিল / জনগণকে ডেকেছিল / শুয়ে পড়েছিল।
- ঘ) ব্যাস্ত মেষপালককে / মেষপালকে / গরুগুলোকে / মেষপালক ও মেষপালকে খেয়েছিল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) স প্রতিদিনং ক্ষেত্ৰেষু —— অচৱয়ৎ ।
 খ) —— আৰ্তনাদং শুভ্রা লোকাস্তত্ত্ব আগচ্ছন্তি ।
 গ) স তান् দ্যুষ্টা —— ।
 ঘ) —— এব স এবং করোতি স্ম ।
 ঙ) মিথ্যাভাষণং ন —— ।

৪। বাক্য গঠন কর :

নাম, আগতঃ, ব্যাস্তঃ, মেষান্ত, অভক্ষয়ৎ ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

রমেশঃ	প্রতারিতাঃ
ব্যাস্তঃ	মেষপালকঃ
লোকাস্তত্ত্ব	আগতঃ
সঃ	আগচ্ছন্তি
জনাঃ	অবদৎ

৬। সম্বিচ্ছেদ কর :

কশিঃ, সত্যমেব, লোকাস্তত্ত্ব, কোৰ্পি, পরিহাসেনাপি ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

কৌতুকাঃ, ক্ষেত্ৰেষু, মেষান্ত, কৃপয়া, সর্বে ।

৮। গজাটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ ।

৯। বাংলায় উভয় দাও :

- ক) মেষপালকের নাম কি ছিল ?
 খ) মেষপালক কোথায় মেষ চৰাত ?
 গ) মেষপালক প্রায়ই কি বলত ?
 ঘ) বাঘ এলে মেষপালক কি করেছিল ?
 ঙ) মেষপালককে রক্ষা কৰতে কেউ এল না কেন ?
 চ) বাঘ কি করেছিল ?

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) কৌতুকাঃ জীবনম् ।
 খ) স তান् প্রত্যাগতাঃ ।
 গ) একদা সত্যমেব অমন্যন্ত ।
 ঘ) অতো ন অভক্ষয়ৎ ।

১১। ‘মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ’ গজাটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

হংস-কাক-ব্যাধ-কথা

অস্তি রামকৃষ্ণপুরে একো বিশালঃ বটবৃক্ষঃ । তত্র হংসকাকো নিবসতঃ । একদা গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্তঃ কশ্চিং
ব্যাধঃ তত্র আগতঃ । ততঃ স বৃক্ষতলে সুখেন নিদ্রাং গতঃ । ক্ষণান্তরে তস্য মুখমডলে সূর্যকরঃ পতিতঃ ।

ততো হংসঃ কৃগয়া পক্ষযুগলেন ব্যাধস্য মুখে ছায়াং কৃতবান् । দুষ্টঃ কাকঃ তনুখে পুরীষং ত্যক্তা পলায়িতঃ ।
ক্ষণাদ্যন্তরং ব্যাধঃ নিদ্রায়াঃ উথায় তস্য মুখে পুরীষমপশ্যৎ । উর্ধ্বং নিরীক্ষ্য স হংসং দৃষ্টবান् । তেন তস্য খনসি
ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ । স শরাঘাতেন হংসং নিহতবান् ।

ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্ ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : হংসকাকো — হংস ও কাক । কশ্চিং — কোনও । ব্যাধঃ — শিকারি । বৃক্ষতলে — গাছের
নিচে । সূর্যকরঃ — সূর্যকিরণ । পক্ষযুগলেন — দুটি পাখার দ্বারা । পুরীষং — মল । ত্যক্তা — ত্যাগ
করে । পলায়িতঃ — পালিয়ে গেল । নিদ্রায়াঃ — ঘুম থেকে । উথায়- উঠে । নিরীক্ষ্য — দেখে । দৃষ্টবান্
— দেখেছিল ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ : ক্ষণান্তরে = ক্ষণ + অন্তরে । তনুখে = তৎ + মুখে । ক্ষণাদ্যন্তরং = ক্ষণং + অন্তরং ।
পুরীষমপশ্যৎ = পুরীষম্ + অপশ্যৎ । শরাঘাতেন = শর + আঘাতেন ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : রামকৃষ্ণপুরে — অধিকরণে ৭মী । গ্রীষ্মকালে — কালাধিকরণে ৭মী । হংসঃ
— কর্তায় ১মা । পুরীষং — কর্মে ২য়া । নিদ্রায়াঃ — অপাদানে ৫মী । শরাঘাতেন — করণে ৩য়া ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উচ্চারণের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) বটগাছে বাস করত একটি হাঁস / একটি কাক / একটি শকুনি / একটি হাঁস ও একটি কাক ।
- খ) ব্যাধ বটগাছের নিচে এসেছিল গ্রীষ্মকালে / বর্ষাকালে / শরৎকালে / হেমন্তকালে ।
- গ) ঘুম থেকে উঠে ব্যাধ তার মুখে দেখেছিল কাদা / ঘাম / পুরীষ / আবর্জনা ।
- ঘ) ব্যাধ হাঁসটিকে মেরেছিল ত্রিশূল / শর / চক্র / অঙ্কুশ দ্বারা ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অত্র ————— নিবসতঃ ।
- খ) মুখমডলে ————— পতিতঃ ।
- গ) ————— মুখে পুরীষমপশ্যৎ ।
- ঘ) স শরাঘাতেন হংসং ————— ।
- ঙ) ————— দুর্জনসংসর্গম् ।

৩। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা কর :

বিশালঃ, ব্যাধঃ, কৃপয়া, পলায়িতঃ, ত্যজ ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

হংসকাকৌ, সূর্যকরঃ, ত্যক্তা, পক্ষযুগলেন, পলায়িতঃ ।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

রামকৃষ্ণপুরে, হংসঃ, নিদ্রায়াঃ, শরাঘাতেন, পুরীষম্ ।

৬। সম্প্রিবিচ্ছেদ কর :

শরাঘাতেন, তনুথে, পুরীষমপশ্যৎ, ক্ষণান্তরে ।

৭। গল্পটির নীতিবাক্য সহকৃত ভাষায় লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর ।

৮। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) একদা গ্রীষ্মকালে পতিতঃ ।

খ) ততো হংসঃ পলায়িতঃ ।

গ) উর্ধ্বং নিরীক্ষ্য সঞ্জাতঃ ।

৯। ‘ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্’— এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

সিংহ-মূর্ষিক-কথা

আসীৎ সুন্দরবনে কশ্চিৎ সিংহঃ। স একদা সুখেন নিদ্রাং গতঃ। তদা কশ্চিৎ মূর্ষিকঃ তস্যোপরি পুনঃ পুনঃ অধাবৎ। তেন সিংহো নিদ্রায়াৎ জাগরিতঃ। কোপাং স মূর্ষিকং হস্তেন ধৃতবান्। ভীতো মূর্ষিকো২বদৎ, “রাজন! ক্ষমাং কুরু। রক্ষ মাম্। অসম্ভে কদাপি উপকারো ভবেৎ।” সিংহঃ অহসৎ অবদচ, “ক্ষুদ্রাং মূর্ষিকাং মে উপকারো ভবিষ্যতি? ভবতু, মুক্তস্ত্঵ম্।”

একদা স সিংহো ব্যাধস্য জালে ধৃতঃ। বিপদাপন্নঃ স গর্জতি স্ম। সিংহস্য গর্জনং শুভ্রা মূর্ষিকঃ তত্রাগতঃ। ততঃ স দন্তেঃ পাশং ছিন্তি স্ম। তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ অভবৎ।

ক্ষুদ্রোহপি ন উপেক্ষণীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : তদা — তখন। তস্যোপরি — তার উপরে। নিদ্রায়াৎ — ঘুম থেকে। কোপাং — ক্রোধবশত। হস্তেন — হাত দিয়ে। ধৃতবান् — ধরেছিল। রক্ষ — রক্ষ কর। অসৎ — আমা থেকে। মূর্ষিকাং — ইন্দুর থেকে। গর্জতি স্ম — গর্জন করেছিল। দন্তেঃ — দাঁত দিয়ে। ছিন্তি স্ম — ছেদন করেছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ : তস্যোপরি = তস্য + উপরি। মূর্ষিকো২বদৎ = মূর্ষিকঃ + অবদৎ। অসম্ভে = অস্মৎ + তে। অবদচ = অবদৎ + চ। মুক্তস্ত্বম् = মুক্তঃ + ত্বম্। বিপদাপন্নঃ = বিপৎ + আপন্নঃ। তত্রাগতঃ = তত্র + আগতঃ। ক্ষুদ্রোহপি = ক্ষুদ্রঃ + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সুন্দরবনে — অধিকরণে ৭মী। তেন — হেতু অর্থে ৩রা। নিদ্রায়াৎ — অপাদানে ৫মী। কোপাং — হেতু অর্থে ৫মী। হস্তেন — করণে ৩য়া। মূর্ষিকাং — অপাদানে ৫মী।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (\checkmark) টিক দাও :

ক) সিংহটি বাস করত বান্দরবনে / সুন্দরবনে / নন্দনবনে / অশোকবনে।

- খ) সিংহটির উপর দৌড়াচ্ছিল একটি মূর্খিক / সাপ / টিকটিকি / খরগোশ।
 গ) সিংহ ধরা পড়েছিল জালে / বাক্সে / খাঁচায় / ফাঁদে।
 ঘ) সিংহকে জাল থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছিল একটি মূর্খিক / শৃঙ্গাল / হস্তী / খরগোশ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) আসীং —— কচিং সিংহঃ।
 খ) —— ক্ষমাং কুরু।
 গ) —— কদাপি উপকারো ভবেৎ।
 ঘ) ভবতু ——।
 ঙ) তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ ——।

৩। শব্দার্থ লেখ :

আসীং, মূর্খিকঃ, ধৃতবান्, ভবিষ্যতি, ছিন্নিতি স্ম।

৪। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্সারচনা কর :

উপরি, উপকারঃ, মুক্তঃ, শুষ্ঠা, দম্পতঃ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

মূর্খিকঃ	অহসৎ
সিংহঃ	অধাবৎ
উপকারঃ	তৃম্
মুক্তঃ	ভবেৎ

৬। সম্মিলিতে কর :

অস্মতে, তস্যোপরি, অবদচ, মুক্তস্তুম, তত্রাগতঃ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

সুন্দরবনে, হস্তেন, নিদ্রায়াঃ, তেন, কোপাং।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) তদা মূর্খিকঃ ধৃতবান্।
 খ) ভীতো মূর্খিকোৰবদৎ ভবেৎ।
 গ) সিংহস্য গর্জনং অভবৎ।

৯। “সিংহ-মূর্খিক-কথা” গজাটির উপরে সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং বাংলায় অনুবাদ কর।

১০। “সিংহ-মূর্খিক-কথা” গজাটি নিজের ভাষায় লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

তত্ত্বঃ প্রহাদঃ

পরাক্রান্তো দৈত্যরাজঃ হিরণ্যকশিপুঃ বিষ্ণুবিদ্বেষী আসীৎ। কিন্তু তস্য পুত্রঃ প্রহাদঃ বিষ্ণুতত্ত্বঃ। অতো হিরণ্যকশিপুঃ বিষ্ণুবিদ্বেষশিক্ষার্থং তৎ গুরুগৃহং প্রেষিতবান्। গুরুস্তৎ বিষ্ণুবিদ্বেষী ভবিতুম্ আদিশৎ। কিন্তু তস্য চেষ্টা বিফলীভূতা। অতঃ প্রহাদঃ সমুদ্রে গজপদতলে অনলে চ নিষ্ক্রিপ্তঃ। কিন্তু বিষ্ণুকৃপয়া তস্য মৃত্যুর্নাভবৎ।

অঈকদা ক্রুদ্ধো রাজা প্রহাদম্ অপৃচ্ছৎ, “রে প্রহাদ! কুত্র তে বিষ্ণুঃ?” প্রহাদঃ সবিনয়ম্ অবদৎ, “অনলে অনিলে নভোনীলে সর্বত্রে মে বিষ্ণুঃ বিরাজতে।” রাজা পুনরপৃচ্ছৎ, “কিং সঃ অস্মিন্স্ফটিকস্তম্ভে তিষ্ঠতি?” প্রহাদঃ অবদৎ, “অবশ্যমেব।” ততো রাজা স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাতম্ অকরোৎ। তৎক্ষণমেব স্ফটিকস্তম্ভাত্ত আবির্ভূতঃ নরসিংহরূপী বিষ্ণুঃ। তস্য নথেঃ বিদীর্ণঃ দৈত্যরাজঃ পঞ্চত্বং গতঃ।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : বিষ্ণুবিদ্বেষী — বিষ্ণুর প্রতি হিংসাপরায়ণ। প্রেষিতবান् — পাঠালেন। আদিশৎ — আদেশ করলেন। বিফলীভূতা — ব্যর্থ হয়েছিল। অনলে — আগুনে। অনিলে — বাতাসে। নভোনীলে — আকাশের নীলিমায়। গজপদতলে — হাতির পায়ের তলায়। অপৃচ্ছৎ — জিজ্ঞেস করলেন। কুত্র — কোথায়। স্ফটিকস্তম্ভাত্ত — স্ফটিকস্তম্ভ থেকে। পঞ্চত্বং গতঃ — মারা গেল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধিচ্ছেদ : গুরুস্তৎ = গুরুঃ + তৎ। মৃত্যুর্নাভবৎ = মৃত্যুঃ + ন + অভবৎ। ক্রুদ্ধো রাজা = ক্রুদ্ধঃ + রাজা। সর্বত্রেব = সর্বত্র + এব। পুনরপৃচ্ছৎ = পুনঃ + অপৃচ্ছৎ। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব। তৎক্ষণমেব = তৎক্ষণম্ + এব। অঈকদা = অথ + একদা।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সমুদ্রে, অনলে, অনিলে, গজপদতলে, নভোনীলে — অধিকরণে ৭মী। সবিনয়ম্ — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। প্রহাদঃ — কর্তায় ১মা। স্ফটিকস্তম্ভাত্ত — অপাদানে ৫মী। নথেঃ — করণে ৩য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) হিরণ্যকশিপু ছিলেন দেবরাজ / দৈত্যরাজ / রক্ষোরাজ / কিলুররাজ ।
- খ) হিরণ্যকশিপুর পুত্রের নাম ছিল বেহুদ / বিষ্ণুহুদ / শিবহুদ / প্রহুদ ।
- গ) বিষ্ণু থাকেন মন্দিরে / মঠে / সর্বত্র / তীর্থে ।
- ঘ) সফটিকস্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন নরসিংহরূপী / কূর্মরূপী / মৎস্যরূপী / বরাহরূপী বিষ্ণু ।
- ঙ) নরসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন পদাঘাতে / মুষ্ট্যাঘাতে / নখাঘাতে / হস্তাঘাতে ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) ----- আসীৎ ।
- খ) কিন্তু তস্য চেষ্টা ----- ।
- গ) ----- তে বিষ্ণুঃ?
- ঘ) রাজা ----- পদাঘাতম् অকরোৎ ।
- ঙ) ধর্মো রক্ষতি----- ।

৩। নিচের পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

আদিশঃ, কৃত্র, সর্বত্র, স্তম্ভ, পদাঘাতম্ ।

৪। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদ সাজিয়ে লেখ :

হিরণ্যকশিপুঃ	বিরাজতে
প্রহুদঃ	দৈত্যরাজঃ
চেষ্টাঃ	বিষ্ণুভক্তঃ
বিষ্ণুঃ	বিফলীভৃতা ।

৫। সম্বিচ্ছেদ কর :

গুরুসতৎ, সর্বত্রেব, পূরনপৃচ্ছৎ, অঠেকদা, অবশ্যমেব ।

৬। কানগসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

অনলে, নষ্টেঃ, সবিনয়ম্, সফটিকস্তমতাৎ, প্রহাদঃ ।

৭। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন ?

খ) তিনি কেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

গ) তাঁর পুত্রের নাম কি ছিল?

ঘ) পুত্রকে রাজা গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

ঙ) প্রহাদকে কোথায় কোথায় নিষ্কেপ করা হয়েছিল?

চ) রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহাদকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

ছ) প্রহাদ কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

জ) কিভাবে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়?

৮। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) কিন্তু তস্য আদিশঃ ।

খ) অঠেকদা ক্রুদ্ধে বিরাজতে ।

গ) ততো রাজা পথগত্বং গতঃ ।

৯। ‘ধর্মী রক্ষতি ধার্মিকম্’- এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে একটি গজ লেখ ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা

আসীৎ কস্যচিং কৃষকস্য একং দ্রাক্ষাকুঞ্জম् । তত্রাসন্ কতিপয়াঃ বৃক্ষাঃ । বৃক্ষান্ অবলম্ব্য অবর্ত্তন্ত দ্রাক্ষালতাঃ ।
দ্রাক্ষালতাসু আসন্ মধুরাণি দ্রাক্ষাফলানি ।

একদা কশ্চিং শৃগালঃ দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ আগতঃ । পক্ষানি দ্রাক্ষাফলানি দৃঘাঁ সোৱদৎ, “আহো! কীদৃশানি মধুরাণি
ফলানি । যেন কেনচিং উপায়েন অহম্ এতানি ফলানি খাদিষ্যামি ।”

ততঃ শৃগালঃ দ্রাক্ষাফললাভায় বারংবারং লক্ষ্ম আশ্রিতবান् । কিন্তু বৃথৈব তস্য প্রয়াসো জাতঃ । একমপি ফলং
নাধঃপতিতম্ । অতো বিফলঃ স ভণতি স্ম, “অমস্বাদযুক্তফলানি ন মে অভিমতানি ।” ইত্যন্ত্রা দুঃখিতঃ স
গভীরবনং প্রবিষ্টঃ ।

অমস্বাদযুক্তানি খলু দ্রাক্ষাফলানি ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : কৃষকস্য — কৃষকের । দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ — আঙুর ফলের বাগান । অবলম্ব্য — আশ্রয় করে । উপায়েন
— উপায়ের দ্বারা । খাদিষ্যামি — খাব । দ্রাক্ষাফললাভায় — আঙুর ফল পাওয়ার জন্য । অধঃ — নিচে ।
উক্তা- বলে ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : তত্রাসন্ = তত্র + আসন্ । বৃথৈব = বৃথা + এব । সোৱদৎ = সঃ + অবদৎ । প্রয়াসো
জাতঃ = প্রয়াসঃ + জাতঃ । নাধঃপতিতম্ = ন + অধঃপতিতম্ । ইত্যন্ত্রা = ইতি + উক্তা ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : বৃক্ষান্ — কর্মে ২য়া । দ্রাক্ষালতাসু — অধিকরণে ৭মী । উপায়েন —
করণে ৩য়া । লক্ষ্ম — কর্মে ২য়া । দ্রাক্ষাফললাভায় — নিমিত্তার্থে ৪র্থী । গভীরবনং — কর্মে ২য়া ।

প্রশ্নমালা

- ১। শুন্ধি উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**
- দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছিল কতিপয় পাহাড় / বৃক্ষ / বার্ণা / পথ।
 - দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসেছিল বাঘ / ভলুক / শৃগাল / বানর।
 - দ্রাক্ষাফল পাওয়ার জন্য শৃগাল পা তুলেছিল / লেজ তুলেছিল / উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল / লাফ দিয়েছিল।
 - আঙুর ফল না পাওয়ায় শৃগাল বলেছিল আঙুর তিতা / স্বাদহীন / লবণাক্ত / অম্ল।
- ২। শূন্যস্থান পূরণ কর :**
- ত্রাসন্ কতিপয়াঃ---।
 - আসন্ মধুরাণি দ্রাক্ষাফলানি।
 - কীদৃশানি--- ফলানি।
 - কিন্তু ----- তস্য প্রয়াসো জাতঃ।
 - অম্লঘাদযুক্তানি খলু -----।
- ৩। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কর :**
- একদা, উপায়েন, বারংবারম্, বৃথা, প্রবিষ্টঃ।
- ৪। নিচের পদগুলোর অর্থ লেখ :**
- অবলয়, খাদিষ্যামি, অধঃ, উক্তা, উপায়েন।
- ৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :**
- | | |
|-----------------|---------------|
| দ্রাক্ষালতাঃ | দ্রাক্ষাফলানি |
| শৃগালঃ | অবর্তন্ত |
| ফলানি | আগতঃ |
| অম্লঘাদযুক্তানি | খাদিষ্যামি |
- ৬। সম্বিচেদ কর :**
- বৈথেব, ইত্যক্তা, ত্রাসন্, সোৱবদৎ, নাধঃপতিতম্।
- ৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**
- উপায়েন, গভীরবনং, বৃক্ষান্, লক্ষ্মণ, দ্রাক্ষালতাসু।
- ৮। গজটির উপরে সংস্কৃতে উন্মৃত কর।**

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

- ক) তত্রাসন् দ্রাক্ষাফলানি ।
- খ) পক্ষানি খাদিষ্যামি ।
- গ) অতো প্রবিষ্টঃ ।

১০। ‘শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা’ গজটি নিজের ভাষায় বল ।

১১। বাংলায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) দ্রাক্ষাকুঞ্জে কি ছিল ?
- খ) দ্রাক্ষালতা কোথায় ছিল ?
- গ) শৃগাল কোথায় এসেছিল ?
- ঘ) পাকা আঙুর দেখে শৃগাল কি বলেছিল ?
- ঙ) আঙুর ফল পাওয়ার জন্য শৃগাল কি করেছিল ?
- চ) আঙুর ফল না পেয়ে শৃগাল কি বলেছিল ?

অষ্টমঃ পাঠঃ

দেবী সরস্বতী

বিদ্যাদেবী সরস্বতী। সা ঈশ্বরস্য জ্ঞানশক্তিঃ। শ্বেতস্তস্যাঃ গাত্রবর্ণঃ। শ্বেতপদ্মে সা উপবিষ্ট। তস্যাঃ একসিন্হ
হস্তে পুস্তকম্ অস্তি। অপরহস্তে তিষ্ঠতি শ্বেতবীণা। শ্বেতহংসঃ তস্যাঃ বাহনম্। শ্বেতপুষ্পভূষিতা কমলনয়না
সা সর্বশুক্রা।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষস্য শ্রীপঞ্চম্যাং তিথো সরস্বতীপূজা ভবতি। বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ সরস্বতীঃ পূজয়ন্তি।
দুর্গা-পূজায়াম্ অপি দুর্গায়া সহ সরস্বতীপূজা ভবতি। বিদ্যারম্ভস্য কালে অপি বিদ্যার্থিনঃ সরস্বতীম্ আচয়ন্তি।
বয়ম্ অনেন মন্ত্রেণ সরস্বতীঃ প্রণমামঃ—

“সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশুরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তো”

অনুশীলনী

শব্দার্থ : গাত্রবর্ণঃ – শরীরের রঙ। অস্তি – আছে। শ্বেতহংসঃ – সাদা হাঁস। বাহনম – বহনকারী।
কমলনয়না – পদ্মের মত নয়ন যে রমণীর। শুক্লপক্ষস্য – শুক্লপক্ষের। তিথো – তিথিতে। বিদ্যার্থিনঃ –
ছাত্রগণ। দুর্গাপূজায়াম – দুর্গাপূজাতে। বিদ্যারম্ভস্য – বিদ্যারম্ভের। মন্ত্রেণ – মন্ত্রের দ্বারা।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : শ্বেতস্তস্যাঃ = শ্বেতঃ + তস্যাঃ। শ্রীপঞ্চম্যাং তিথো = শ্রীপঞ্চম্যাম + তিথো। বিদ্যার্থিন
এব = বিদ্যা + অর্থিনঃ + এব। নমোহস্তু = নমঃ + অস্তু।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : শ্বেতপদ্মে- অধিকরণে ৭মী। তস্যাঃ- সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মাঘমাসে, তিথো,
দুর্গাপূজায়াম, কালে- অধিকরণে ৭মী। দুর্গায়া- ‘সহ’ শব্দযোগে ৩য়া। বিদ্যার্থিনঃ- কর্তায় ১মা। সরস্বতীম-
কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। শুল্ক উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ক) সরস্বতী ঈশ্বরের কর্মশক্তি / জ্ঞানশক্তি / আনন্দশক্তি / সংহারশক্তি।
- খ) সরস্বতী উপবেশন করেন শ্বেত / রক্ত / নীল / সবুজ পদ্মে।
- গ) সরস্বতীর বাহন পেঁচক / ময়ুর / মূষিক / হংস।
- ঘ) সরস্বতীপূজা প্রধানত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চমী / নবমী / চতুর্দশী / ষষ্ঠী তিথিতে।
- ঙ) বিদ্যারম্ভের সময় লক্ষ্মী / কালী / সরস্বতী / মঙ্গালচতুর্দশী দেবীর পূজা করা হয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) তস্যাঃ একস্মিন् হস্তে —— অস্তি ।
- খ) —— কমলনয়না সা সর্বশুঙ্গা ।
- গ) বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ —— পূজয়ন্তি ।
- ঘ) —— সহ অপি সরম্বতীপূজা ভবতি ।
- ঙ) বিদ্যার্থিনঃ সরম্বতীম্ —— ।

৩। শব্দার্থ লেখ :

শ্রেতহংসঃ, বাহনম্, তিথো, বিদ্যার্থিনঃ, মন্ত্রেণ ।

৪। সম্বিচ্ছেদ কর :

শ্রেতস্তস্যাঃ, বিদ্যার্থিনঃ, নমোৎস্তু ।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

তিথো, দুর্গায়া, তস্যাঃ, শ্রেতপদ্মে, সরম্বতীম্ ।

৬। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর :

সরম্বতী, পুস্তকম্, অপরহস্তে, এব, অপি ।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) তস্যাঃ একস্মিন् বাহনম্ ।

খ) মাঘমাসে পূজয়ন্তি ।

গ) দুর্গাপূজায়াম্ অর্চয়ন্তি ।

৮। বাংলায় উভয় দাও :

ক) সরম্বতী কিসের দেবী?

খ) ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি কে ?

গ) সরম্বতীর শরীরের রঙ কিরূপ?

ঘ) তিনি কিরূপ পদ্মে উপবেশন করেন ?

ঙ) তাঁর দুই হাতে কি কি থাকে ?

চ) তাঁর বাহন কি ?

ছ) কখন সরম্বতীপূজা হয়?

জ) প্রধানত কারা সরম্বতীপূজা করে ?

৯। সরম্বতীর প্রণাম মন্ত্রের বজ্ঞানুবাদ কর ।

১০। সংস্কৃত ভাষায় সরম্বতীর প্রণামমন্ত্রটি লেখ ।

১১। বাংলায় সরম্বতীর মূগ বর্ণনা কর ।

নবমঃ পাঠঃ

ভগবান् শ্রীকৃষ্ণঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বাপরযুগে মথুরায়াম্ আবির্ভূতঃ। বসুদেবস্তস্য পিতা দেবকী চ মাতা। পাপাত্মা কংসঃ
বসুদেবং দেবকীপুত্র কারাগৃহে নিষ্ক্রিয়ত্বান্ত। শ্রীকৃষ্ণঃ তমিন্দি কারাগৃহে এব জাতঃ। কংসঃ বহুভিঃ উপায়েঃ
শ্রীকৃষ্ণং হস্তম অচেষ্টত। তস্য তু সর্বাঃ চেষ্টাঃ বিফলীভূতাঃ। অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ পাপিনং কংসং নিহতবান্ত।

কুরুক্ষেত্রায়ন্তে শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনস্য রথে সারথিঃ আসীৎ। স যুদ্ধবিমুখং বিষণ্ম অর্জুনম্ উপদিশ্য যুদ্ধে
নিযুক্তবান্ত। শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশম্ অনুসৃত্য যুদ্ধং কৃত্বা অর্জুনঃ বিজয়ী অভবৎ।

‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্। ইয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখনিঃস্তা বাণী। শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ
অব্যয়ঃ সনাতনশ্চ। অতঃ স সর্বেষাং পূজনীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থঃ মথুরায়াম্— মথুরাতে। কারাগৃহে— কারালয়ে। নিষ্ক্রিয়ত্বান্ত— নিষ্ক্রিয় করেছিল। জাতঃ— জন্মগ্রহণ
করেছিল। উপায়েঃ— উপায়সমূহের দ্বারা। হস্তম— হত্যা করতে। নিহতবান্ত— হত্যা করেছিল। উপদিশ্য—
উপদেশ দিয়ে। অনুসৃত্য— অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণস্য— শ্রীকৃষ্ণের। সর্বেষাং পূজনীয়ঃ— সকলের।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিদ্বিচ্ছেদঃ বসুদেবস্তস্য = বসুদেবঃ + তস্য। দেবকীপুত্র = দেবকীম্ + চ। শ্রেষ্ঠমবদানম্ = শ্রেষ্ঠম +
অবদানম্। অনাদিরজঃ = অনাদিঃ + অজঃ। সনাতনশ্চ = সনাতনঃ + চ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয়ঃ দ্বাপরযুগে, মথুরায়াম, কারাগৃহে, রথে, যুদ্ধে – অধিকরণে ৭মী। বসুদেবং –
কর্মে ২য়া। শ্রীকৃষ্ণঃ – কর্তায় ১মা।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক () টিক দাও :

- ক) শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বারকায় / মথুরায় / বৃন্দাবনে / নদীয়ায়।
- খ) কংস ছিল পাপাত্মা / কর্মযোগী / ভক্ত / জ্ঞানী।
- গ) কংসকে বধ করেছিলেন রাম / হরি / বিষ্ণু / কৃষ্ণ।
- ঘ) কুরুক্ষেত্রায়ন্তে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন ব্রহ্মা / কৃষ্ণ / মহেশ্বর / বরুণ।
- ঙ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান গীতা / চতুর্ভুবি / ভাগবত / পুরাণ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) শ্রীকৃষ্ণঃ —— মথুরায়াম্ আবির্ভূতঃ ।
- খ) —— পিতা দেবকী চ মাতা ।
- গ) তস্য সর্বাঃ চেষ্টাঃ —— ।
- ঘ) শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্ —— ।
- ঙ) শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ অব্যয়ঃ —— ।

৩। সম্মিলিত কর :

বসুদেবস্তস্য, অনাদিরজঃ, দেবকীধ্বনি, সনাতনশ্চ ।

৪। কারণসহ বিভক্তি নির্গত কর :

দ্বাপরযুগে, শ্রীকৃষ্ণঃ, উপদেশশম্ভ, রথে ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

নিষ্ক্রিয়ত্বান्, উপায়ৈঃ, উপদিশ্য, হস্তম্, শ্রীকৃষ্ণস্য ।

৬। বাংলায় উভয় দাও :

- ক) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন্ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন?
- খ) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতার নাম লেখ ।
- গ) কংস বসুদেব ও দেবকীকে কোথায় রেখেছিল ?
- ঘ) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন ?
- ঙ) শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন ?
- চ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান কি ?

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) পাপাত্মা জাতঃ ।
- খ) কংসঃ নিহতবান् ।
- গ) স অভবৎ ।

৮। তোমার পাঠ্যাঙ্গ অনুসরণে বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লেখ ।

দশমঃ পাঠঃ

ঈশ্বরস্তোত্রম্

তৃমেব মাতা চ পিতা তৃমেব ।

তৃমেব বন্ধুচ সখা তৃমেব ॥

তৃমেব বিদ্যা দ্রবিণং তৃমেব ।

তৃমেব সর্বং মম দেবদেব ॥

পাঠবগীতা-২

তৃমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্থমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেতাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

তৃয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১১/৩৮

অনুশীলনী

শব্দার্থ: তৃম- তুমি । দ্রবিণম- ধন । মম- আমার । আদিদেবঃ- দেবগণের আদি । বিশ্বস্য- বিশ্বের । নিধানম-
প্রলয়স্থান । বেতা- যিনি জানেন । অসি- হও । বেদ্যঞ্চ- যাকে জানতে হবে । পরঞ্চ- শ্রেষ্ঠ । ধাম- স্থান ।
তৃয়া- আপনার দ্বারা । ততং- ব্যাপ্ত ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : তৃমেব = তৃম + এব । বন্ধুচ = বন্ধুঃ + চ । তৃমাদিদেবঃ = তৃম + আদিদেবঃ ।
পুরাণস্থমস্য = পুরাণঃ + তৃম + অস্য । বেতাসি = বেতা + অসি । বেদ্যঞ্চ = বেদ্যঞ্চ + চ । পরঞ্চ = পরঞ্চ +
চ । বিশ্বমনন্তরূপ = বিশ্বম + অনন্তরূপ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : তৃম- কর্তায় ১মা । দেবদেব- সম্মোধনে ১মা । বিশ্বস্য- সম্বলেখ ৬ষ্ঠী । তৃয়া-
কর্তায় ৩য়া । অনন্তরূপ- সম্মোধনে ১মা ।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) ত্বমেব বিদ্যা —— ত্বমেব।
- খ) ত্বমেব সর্বং মম ——।
- গ) —— বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।
- ঘ) —— পুরুষঃ পুরাণঃ।
- ঙ) ত্বয়া ততঃ ——।

২। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্যরচনা কর :

- সখা, বন্ধুশ, নিধানম্, বিদ্যা, মম।

৩। শব্দার্থ লেখ :

- তৃম্, বিশ্বস্য, বেত্তা, ততম্, পরম্।

৪। সম্বিচেদ কর :

- ত্বমাদিদেবঃ, পরঞ্চ, বেদ্যঞ্চ, বেত্তাসি, ত্বমেব।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

- বিশ্বস্য, তৃম্, তয়া, দেবদেব।

৬। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ থেকে উন্মৃত শোকটি লেখ ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর।

৭। ‘পাত্তবঙ্গীতা’র অন্তর্গত শোকটি মুক্তিস্থ লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর।

একাদশঃ পাঠঃ নীতিশোকাঃ

বিদ্বত্তঃ ন্পত্তঃ নৈব্য তুল্যং কদাচন ।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান् সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপবে ।
রাজদ্বারে শুশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বাঞ্ছবঃ ॥ ২

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ ।
ন চাপত্যসমঃ মেহো ন চ দৈবাং পরং বলম্ ॥ ৩

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ৪

বাংলা অনুবাদ :

- ১। বিদ্যা এবং রাজশূর্য কখনও সমান নয় । কারণ রাজা পূজিত হন নিজের দেশে, কিন্তু বিদ্বান পূজিত হন সকল দেশে ।
- ২। আনন্দে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপর্যয়ে, রাজদ্বারে ও শুশানে যে সঙ্গে থাকে, সেই বন্ধু ।
- ৩। বিদ্যার সমান বন্ধু, ব্যাধির সমান শত্রু, সন্তানের সমান মেহের পাত্র এবং দৈবের অধিক শক্তি নেই ।
- ৪। দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করবে, সাধুগণকে সেবা করবে, দিবা-রাত্রি পুণ্যকার্য করবে এবং সংসারে সকলই ক্ষণস্থায়ী একথা স্মরণ রাখবে ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ: বিদ্বত্তম्- বিদ্যা । ন্পত্তম্- রাজত্ত । কদাচন- কখনও । পূজ্যতে- পূজিত হন । সর্বত্র- সকল স্থানে ।
ব্যাধিসমঃ- রোগের সমান । দৈবাং- দৈব অপেক্ষা । বলম্- শক্তি । অপত্যসমঃ- সন্তানের সমান । ত্যজ- ত্যাগ কর । দুর্জনসংসর্গম্- দুর্জনের সাহচর্য । সাধুসমাগমম্- সাধুসঙ্গ । কুরু- কর । নিত্যম্- সর্বদা ।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : বিদ্বত্তঃ = বিদ্বত্তম্ + চ । ন্পত্তঃ = ন্পত্তম্ + চ । নৈব = ন + এব । যস্তিষ্ঠতি = যঃ + তিষ্ঠতি । পুণ্যমহোরাত্রং = পুণ্যম্ + অহোরাত্রং । নিত্যমনিত্যতাম্ = নিত্যম্ + অনিত্যতাম্ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : স্বদেশে- অধিকরণে ৭মী । বিদ্বান- কর্তায় ১মা । উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপবে, রাজদ্বারে, শুশানে- অধিকরণে ৭মী । দৈবাং- অপেক্ষার্থে ৫মী । দুর্জনসংসর্গং- কর্মে ২য়া ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) বিদ্বান পূজিত হন স্বদেশে / বিদেশে / স্বগৃহে / সর্বত্র ।
- খ) সবচেয়ে বড় রিপু অগ্নি / ব্যাধি / জল / বাড় ।
- গ) ভজনা করা উচিত সাধুসঙ্গা / শিক্ষকসঙ্গা / গুরুসঙ্গা / পিতৃসঙ্গা ।
- ঘ) অহোরাত্র পূজা / যজ্ঞ / জপ / পুণ্যকাজ করা উচিত ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) পূজ্যতে রাজা ।
- খ) ন চ দৈবাং পরং ।
- গ) সাধু-সমাগমম্ ।
- ঘ) ন মেহঃ ।
- ঙ) স্মর ।

৩। বাংলায় উত্তর দাও :

- ক) রাজা কোথায় পূজিত হন ?
- খ) বিদ্বান ব্যক্তি পূজিত হন কোথায় ?
- গ) শ্রেষ্ঠ শক্তি কি ?
- ঘ) শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে ?
- ঙ) সবচেয়ে বড় শত্রু কি?
- চ) দিনরাত কি করা উচিত ?

৪। শব্দার্থ লেখ :

কদাচন, দৈবাং, বিদ্বত্তম্, কুরু, নিত্যম্ ।

৫। নিম্নলিখিত পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

পূজ্যতে, কদাচন, বলম্, ত্যজ, পুণ্যম্ ।

৬। সম্মিলিতে কর :

নৈব, যস্তিষ্ঠতি, নিত্যমহোরাত্রং, ন্পত্তৎও, বিদ্যুৎও ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

স্বদেশে, বিদ্঵ান्, উৎসবে, দৈবাত ।

৮। বিদ্যাবিষয়ক শোকটি উন্মৃত কর ।

৯। বাহ্লায় অনুবাদ কর :

ক) বিদ্যুৎও পৃজ্যতে ॥

খ) উৎসবে বাম্ববঃ ॥

গ) ন চ পরং বলম্ ॥

ঘ) ত্যজ নিত্যমনিত্যতাম্॥

১০। সংস্কৃত শোক উন্মৃত করে উভয় দাও : প্রকৃত বাম্বব কে ?

ଦ୍ୱିତୀୟঃ ଅଧ୍ୟାୟঃ

ପ୍ରଥମঃ ପାଠঃ

ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରକରଣମ्

ଆମରା ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟେ ଏକେ ଅପରେର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲି, ଏକେର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟେର ନିକଟ ପ୍ରକାଶ କରି । ଏ ଭାଷା ହଚ୍ଛେ କତକଗୁଲି ଧରନିର ସମସ୍ତି । ଏ ଧରନିଗୁଲି ଲିଖିତଭାବେ ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ କତକଗୁଲି ସାଂକେତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏ ଚିହ୍ନଗୁଲିକେ ବଲା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ପଡ଼ିତଗଣ ସଂକୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଗୁଲି ବିଶେଷଣ କରେ ସର୍ବମୋଟ ଆଟଚଲିଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ । ଏ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଲିକେ ଏକତ୍ରେ ସଂକୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବଲା ହୁଏ ।

ସଂକୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦୁଇଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ- ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ାଚ’ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ହଲ’ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଚ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାୟ୍ୟ ଛାଡ଼ା ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାରା ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଚ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ତେରଟି- ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ଝ, ଝୁ, ଙ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣଗୁଲି ଆବାର ଦୁଇଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ- ହ୍ରସ୍ଵର ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ।

ହ୍ରସ୍ଵର : ସେ-ସବ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଞ୍ଚ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ହ୍ରସ୍ଵର ବଲା ହୁଏ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଵର : ସେ-ସବ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଞ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ବଲା ହୁଏ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ଆଟଟି- ଆ, ଈ, ଉ, ଊ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଲ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାଦେର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଲ ବଲା ହୁଏ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶଟି- କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଏଁ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ତ୍, ମ, ଯ, ର, ଲ, ବ, ଶ, ସ, ସ, ହ, ୧, ୧ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଟି ‘ବ’ ଆହେ । ଏଦେର ଏକଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲେ ବର୍ଣ୍ଣିଯ ‘ବ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥିତ ବଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ‘ବ’ ନାମେ ପରିଚିତ ।

ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ : ‘କ’ ଥେକେ ‘ମ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଁଚଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ, ଓଷ୍ଟ, ଦନ୍ତ, ଜିହ୍ବା, ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ-ଗହରେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସପର୍ଶ କରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବଲେ ଏଦେର ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ ବଲା ହୁଏ ।

ବର୍ଣ୍ଣ : ପାଁଚଟି ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣକେ ପାଁଚ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହୁଏ । ଏଦେର ପ୍ରତିଟି ଭାଗକେ ବଲା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ବର୍ଣ୍ଣ ପାଁଚଟି- କ-ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ-ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ-ବର୍ଣ୍ଣ, ତ-ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ-ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଅଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦେର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଞ୍ଚ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ବଲା ହୁଏ ଅଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ।

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ অল্পপ্রাণ। যেমন-

ক - বর্গ	: ক, গ, ঙ
চ - বর্গ	: চ, জ, ঝ
ট - বর্গ	: ট, ড, ণ
ত - বর্গ	: ত, দ, ন
প - বর্গ	: প, ব, ম

ষ, র, ল, ব- এই চারটি বর্ণও অল্পপ্রাণ।

মহাপ্রাণবর্ণ : যে-সব বর্গের উচ্চারণ গুরু অর্থাৎ যেগুলির উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে, তাদের বলা হয় মহাপ্রাণবর্ণ।

প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। যেমন-

ক - বর্গ	: খ, ঘ
চ - বর্গ	: ছ, ঝ
ট - বর্গ	: ঠ, ঢ
ত - বর্গ	: থ, ধ
প - বর্গ	: ফ, ভ

শ, ষ, স, হ- এ চারটি বর্ণকেও মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়।

অঘোষবর্ণ : ন ঘোষ = অঘোষ। যে-সব বর্ণ ঘোষ নয় অর্থাৎ যাদের উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী কমিপ্ত হয় না, তাদের অঘোষবর্ণ বলা হয়।

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ। যেমন-

ক - বর্গ	: ক, খ
চ - বর্গ	: চ, ছ
ট - বর্গ	: ট, ঠ
ত - বর্গ	: ত, থ
প - বর্গ	: প, ফ

শ, ষ, স- এ তিনটি বর্ণও অঘোষ।

ঘোষবর্ণ : যে-সব বর্গের উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী কমিপ্ত হয়, তাদের ঘোষবর্ণ বলা হয়। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষবর্ণ। যেমন-

ক - বর্গ	: গ, ঘ, ঙ
চ - বর্গ	: জ, ঝ, ঞ
ট - বর্গ	: ড, ঢ, ণ
ত - বর্গ	: দ, ধ, ন
প - বর্গ	: ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ - এ পাঁচটি বর্ণও ঘোষবর্ণ।

উম্ববর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে, তাদের বলা হয় উম্ববর্ণ। যেমন- শ, ষ, স, হ।

অন্তঃস্থবর্ণ : যে-সব বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উম্ববর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত, তাদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়।

যেমন- য, র, ল, ব।

পঁচিশটি স্পর্শবর্ণের শেষবর্ণ 'ম' এবং চারটি উম্ববর্ণের প্রথম বর্ণ 'শ'। য, র, ল, ব- এ বর্ণ চারটি ম ও শ-এর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত বলে এদের অন্তঃস্থ নাম সার্থক হয়েছে।

স্বর ও ব্যঙ্গবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান আছে এবং সে অনুযায়ী এদের নামও রয়েছে। নিচের ছকে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণস্থান অনুসারে এদের নাম প্রদর্শিত হচ্ছে :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে প্রদত্ত নাম
অ, আ, হ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কঠ	কঠ্য বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
খ, খ্, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ঙ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
এ, ঐ	কঠ ও তালু	কঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কঠ ও ওষ্ঠ	কঠোষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থ 'ব'	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ
ং (অনুষ্ঠার)	নাসিকা	অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ

অনুশীলনী

- ১। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :
 - ক) স্পর্শবর্ণ বিশ / ত্রিশ / পঁচিশ / বত্রিশটি ।
 - খ) স্বরবর্ণগুলি বিভক্ত দুই / তিন / চার / পাঁচ ভাগে ।
 - গ) শূসবায়ুর প্রাথান্য থাকে অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ / ঘোষ / উচ্চবর্ণে ।
 - ঘ) 'অ' তালব্য / দন্ত্য / উচ্ছ্বষ্ট্য / কষ্ট্য বর্ণ ।
 - ঙ) 'ঘ' মূর্ধন্য / তালব্য / দন্ত্য / উচ্ছ্বষ্ট্য বর্ণ ।
- ২। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষবর্ণ নির্ণয় কর :

চ, ক, জ, ড, ট, ভ, শ, ত, হ ।
- ৩। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নিচের বর্ণগুলির নাম লেখ :

ও, ছ, ক, অ, ই, ঈ, ঔ, ঐ ।
- ৪। নিচের বর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর :

চ, প, আ, ষ, গু, ণ, এ, ল, ঠ ।
- ৫। স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর ।
- ৬। বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কি কি?
- ৭। সংস্কৃত বর্ণমালা কাকে বলে? সংস্কৃত বর্ণমালা কয়টি ও কি কি?
- ৮। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৯। হ্রস্বর কাকে বলে? হ্রস্বর কয়টি ও কি কি?
- ১০। দীর্ঘস্বর কাকে বলে? দীর্ঘস্বর কয়টি ও কি কি?
- ১১। স্পর্শবর্ণ কাকে বলে? স্পর্শবর্ণ কয়টি ও কি কি?
- ১২। বর্গ কাকে বলে? বর্গ কয়টি ও কি কি?
- ১৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের পার্থক্য কি কি?
- ১৪। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

অঘোষবর্ণ, ঘোষবর্ণ, উচ্চবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ ।
- ১৫। নিচের প্রশ্নগুলির উভয় দাও :
 - ক) স্বরবর্ণের অন্য নাম কি?
 - খ) ব্যঞ্জনবর্ণের অন্য নাম কি?
 - গ) সংস্কৃতে কয়টি 'ব' আছে?
 - ঘ) স্বরতঙ্গী কম্পিত হয় কোন বর্ণের উচ্চারণে?
 - ঙ) তালু থেকে উচ্চারিত বর্ণকে কি বলে?
 - চ) স্পর্শবর্ণের শেষ বর্ণ কোনটি?

তৃতীয়ং পাঠঃ

সম্বিপ্তকরণম्

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুই বর্গের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন- পরি + ঈক্ষা = পরৈক্ষা। এখানে ‘পরি’ শব্দের অন্তস্থিত ‘ই’ এবং ‘ঈক্ষা’ শব্দের প্রথমে অবস্থিত ‘ঈ’ মিলিত হয়ে ‘ঈ’ হয়েছে। সন্ধির অন্য নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীভেদ : সন্ধি দুই প্রকার- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির অন্য নাম আচ্সন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম হলসন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্গের সঙ্গে স্বরবর্গের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন- হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে ‘হিম’ শব্দের অন্তস্থিত ‘অ’ এবং ‘আলয়ঃ’ শব্দের প্রথমে অবস্থিত ‘আ’ মিলে ‘আ’ হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনবর্গের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্গের অথবা ব্যঞ্জনবর্গের সঙ্গে স্বরবর্গের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন- দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ। এখানে ‘দিক্’ শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্গ ‘ক্’ ক-বর্গের প্রথম বর্ণ। এর পরে ‘গজঃ’ পদের প্রথমে ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ ‘গ’ থাকায় ক-বর্গের প্রথম বর্ণ ‘ক্’ স্থানে ‘গ্’ হয়েছে। এখানে ব্যঞ্জনবর্গের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্গের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে। জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ। এখানে পরে স্বরবর্গ ‘ঈ’ থাকায় ‘জগৎ’ শব্দের অন্তস্থিত ‘ং’ স্থানে ‘দ্’ হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জনবর্গের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন- পূর্ণঃ + চন্দ্ৰঃ = পূর্ণচন্দ্ৰঃ। এখানে ‘পূর্ণঃ’ শব্দের অন্তস্থিত (ঃ) বিসর্গ-এর পরে ‘চ’ থাকায় বিসর্গ স্থলে ‘শ’ হয়েছে। পুনঃ + অপি = পুনরপি। এখানে ‘পুনঃ’ শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে স্বরবর্গ ‘অ’ থাকায় বিসর্গ স্থানে ‘ৱ্’ হয়েছে।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ

নব + অন্ম = নবান্ম

অ + আ = আ

দেব + আলয় = দেবালয়ঃ

আ + অ = আ

মহা + অর্ঘঃ = মহার্ঘঃ

আ + আ = আ

বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ

২। যদি ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে উভয়ের মিলনে ই-কার হয়, ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্রঃ = রবীন্দ্রঃ
ই + ঈ = ঈ	প্রতি + ইঙ্গা = প্রতীঙ্গা
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্রঃ = মহীন্দ্রঃ
ঈ + ঈ = ঈ	পৃষ্ঠী + ইশ্বরঃ = পৃষ্ঠীশ্বরঃ

৩। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে উ-কার হয়, ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + উ = উ	কটু + উক্তিঃ = কটুক্তিঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + উর্মিঃ = লঘুর্মিঃ
উ + উ = ঊ	বধু + উৎসব = বধুৎসবঃ
উ + ঊ = ঊ	ভৃ + উর্ধ্ম = ভূর্ধ্ম

৪। অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে এ-কার হয়, এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ
আ + ই = এ	লতা + ইব = লতেব
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + উ = ও	সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ
আ + উ = ও	মহা + উদয়ঃ = মহোদয়ঃ
অ + ঊ = ও	এক + উনবিংশতিঃ = একোনবিংশতিঃ
আ + ঊ = ও	গজ্জা + উর্মিঃ = গজ্জোর্মিঃ

৬। অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + এ = ঐ
আ + এ = ঔ^১
অ + ঔ = ও^২
আ + ঔ = ও

অদ্য + এব = অদ্যেব
তদা + এব = তদৈব
মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্
মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ও = গু
আ + ও = গু^৩
অ + গু = গু^৪
আ + গু = গু

জল + ওকা = জলৌকা
মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ
গত + গুৎসুক্যম্ = গতোৎসুক্যম্
মহা + গুদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৮। অ-কার বা আ-কারের পর ঝ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ‘অৱ’ হয়, ‘অৱ’-এর ‘অ’ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, রুরেফ (‘) হয়ে পরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ঝ = অৱ
অ + ঝ = অৱ
আ + ঝ = অৱ
আ + ঝ = অৱ

দেব + ঝষিঃ = দেবষিঃ
সপ্ত + ঝষিঃ = সপ্তষিঃ
মহা + ঝষিঃ = মহৰ্ষিঃ
রাজা + ঝষিঃ = রাজৰ্ষিঃ

৯। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই-কার এবং ঈ-কার স্থানে য় হয়, উক্ত য় য-ফলা (ঃ) রূপে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর য়-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + অ = ই-স্থানে য়
ই + আ = ই-স্থানে য়
ঈ + অ = ঈ-স্থানে য়
ঈ + উ = ঈ-স্থানে য়

যদি + অপি = যদ্যপি
অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ
নদী + অমু = নদ্যমু
দেবী + উবাচ = দেব্যবাচ

১০। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার বা ঊ-কার স্থানে ব় হয়, উক্ত ব় পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর ব়-কারে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + অ = উ-স্থানে ব়
উ + আ = উ-স্থানে ব়
উ + এ = উ-স্থানে ব়
উ + ঐ = উ-স্থানে ব়

অনু + অয়ঃ = অন্যয়ঃ
সু + আগতম্ = স্বাগতম্
অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্
বধু + ঐশ্বর্যম্ = বধৈশ্বর্যম্

১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-স্থানে অয়, ঐ-স্থানে আয়, ও-স্থানে অব্ এবং ঔ-স্থানে আব্ হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ = অয়	নে + অন্ম = নয়ন্ম
ঐ + অ = আয় + অ = আয়	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ও + অ = অব্ + অ = অব	পো + অনঃ = পবনঃ
ঔ + উ = আব্ + উ = আবু	তো + উকঃ = ভাবুকঃ

ব্যঙ্গন সম্বিল নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ বা ছ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে চ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ	মহৎ + চক্রম্ = মহচক্রম্
দ্ + চ = চ	বিপদ্ + চয়ঃ = বিপচয়ঃ
ত্ + ছ = ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচ্ছত্রম্
দ্ + ছ = ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্-এর পরে জ বা ঝ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-এর স্থলে জ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ্জ	যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কৃৎ + ঝটিকা = কুঝঝটিকা
দ্ + জ = জ্জ	তদ্ + জন্ম = তজ্জন্ম
দ্ + ঝ = জ্ঝ	তদ্ + ঝন্তকারঃ = তজ্জন্তকারঃ

৩। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ ও দ্-স্থানে চ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ হয়। যেমন-

ত্ + শ = ছ	তৎ + শুত্রা = তচ্ছুত্রা
ত্ + শ = ছ	মৃৎ + শকটিকম্ = মুচ্ছকটিকম্
দ্ + শ = ছ	তদ্ + শরীরম্ = তচ্ছরীরম্
দ্ + শ = ছ	তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৪। পদের অন্তস্থিত ত্-এর পর যদি হ থাকে, তবে ত্-স্থানে দ্ এবং হ-স্থানে ধ হয়। যেমন-

ত্ + হ = দ্ব	উৎ + হতঃ = উদ্বতঃ
ত্ + হ = দ্ব	উৎ + হারঃ = উদ্বারঃ
দ্ + হ = দ্ব	তদ্ + হিতম্ = তদ্বিতম্
দ্ + হ = দ্ব	পদ্ + হতঃ = পদ্বতঃ

৫। ত্ কিংবা দ্-এর পর যদি ল্ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে ল্ হয়। যেমন-

ত্ + ল = ল

উৎ + লিথিতঃ = উলিথিতঃ

ত্ + ল = ল

উৎ + লাসঃ = উলাসঃ

দ্ + ল = ল

তদ্ + লীলা = তলীলা

৬। ঘৰবৰ্ণ, বৰ্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বৰ্ণ কিংবা য্ রূ ল্ ব্ হ পরে থাকলে পদের অন্তে অবস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়। যেমন-

বাক + ঈশঃ = বাগীশঃ

দিক + গজঃ = দিগ্গজঃ

অচ + অন্তঃ = অজন্তঃ

স্ম্রাট্ + বদতি = স্ম্রাত্বদতি

অপ + হৱণম् = অব্হৱণম্

৭। ত্ৰস্তবৰের পরে অবস্থিত ছ্-স্থানে ছ্ হয়। যেমন-

পৱি + ছেদঃ = পৱিছেদঃ

অব + ছেদঃ = অবছেদঃ

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষছায়া।

বিসৰ্গসম্পর্ক নিয়মসমূহ

১। যদি চ্ বা ছ্ পরে থাকে, তবে বিসৰ্গস্থানে তালব্য শ্ হয়। যেমন-

কঃ + চিৎ = কশ্চিত্

নিঃ + চিতম্ = নিশ্চিতম্

পূৰ্ণঃ + চন্দ্ৰঃ = পূৰ্ণচন্দ্ৰঃ।

২। যদি ত্ পরে থাকে, তবে বিসৰ্গস্থানে স্ হয়। যেমন-

নিঃ + তাৱঃ = নিস্তাৱঃ

নদ্যাঃ + তীৱে = নদ্যাস্তীৱে

উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

৩। যদি বৰ্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বৰ্ণ কিংবা য্ রূ ল্ ব্ হ পরে থাকে, তবে অ-কারের পরস্থিত বিসৰ্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন-

সদ্যঃ + জাতঃ = সদ্যোজাতঃ

শান্তঃ + গজঃ = শান্তো গজঃ

ভগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নো ঘটঃ
শিরঃ + মণঃ = শিরোমণঃ
বীরঃ + যোদ্ধা = বীরো যোদ্ধা
লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ = কৃতো লোভঃ
দৃঢ় + বন্ধঃ = দৃঢ়ে বন্ধঃ
ভীতঃ + হরিণঃ = ভীতো হরিণঃ

৪। রূপের থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে যে রূপ হয় তা লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-

নিঃ + রবঃ = নীরবঃ
নিঃ + রসঃ = নীরসঃ
নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ

৫। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তবে অ-কারের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়, পরে আর সম্প্রিত হয় না। যেমন-

অতঃ + এব = অতএব
চন্দ্ৰঃ + উদেতি = চন্দ্ৰ উদেতি
নবঃ + ইব = নব ইব
কঃ + এষঃ = ক এষঃ

৬। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ বা কোন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকে, তবে ‘সঃ’ ও ‘এষঃ’— এই দুটি পদের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়। যেমন-

সঃ + উবাচ = স উবাচ
এষঃ + পঠতি = এষ পঠতি
সঃ + আগতঃ = স আগতঃ
এষঃ + গচ্ছতি = এষ গচ্ছতি

সংস্কৃত অনুবাদে সম্প্রিত ব্যবহার :

সংস্কৃত বাক্যে সম্প্রিত কর্তার ইচ্ছাধীন। তবে সম্প্রিত ফলে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন— দেবস্য আলয়ঃ (দেবের আলয়) না বলে যদি ‘দেবালয়ঃ’ বলা হয়, তবে পদটি শুভিমধুর হয়।

সম্প্রিত প্রয়োগ করে করেকটি অনুবাদের আদর্শ : দেবী বললেন— দেব্যুবাচ। বিদ্যার আলয়— বিদ্যালয়ঃ।
শিক্ষকের আদেশ— শিক্ষকস্যাদেশঃ। যোড়া দৌড়ায়— অশ্বো ধাবতি। শান্ত হও— শান্তো ভব। সুর্যের উদয়—
সূর্যোদয়ঃ।

অনুশীলনী

১। শুল্প উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) অদ্য + এব = অদ্যেব / অদ্যেব / অদ্য ইব / অদ্যিব ।
 খ) সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ / সূর্যাদয়ঃ / সূর্যেদয়ঃ / সূর্যৌদয়ঃ ।
 গ) অতি + আচারঃ = অত্যাচার / অত্যাচারঃ / অত্যচারঃ / অত্যচার ।
 ঘ) তদ্ব + জন্ম = তদ্জন্ম / তৎজন্ম / তজ্জন্ম / তজ্জন্ম ।
 �ঙ) নিঃ + রোগঃ = নিরোগঃ / নীরোগঃ / নিরোগ / নীরোগ ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- গিরি + —— = গিরীশঃ । —— + আগতম् = স্বাগতম্ ।
 মহা + খষিঃ = —— । জন + একঃ = —— । —— + উত্তরম् = প্রশ্নোত্তরম্ ।

৩। সম্বিধ কর :

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------|
| মহা + অর্ঘঃ । | অতি + আচারঃ । | নৌ + ইকঃ । |
| অচ + অন্তঃ । | নদ্যাঃ + তীরে । | নিঃ + রবঃ । |
| অতঃ + এব । | সঃ + উবাচ । | |

৪। সম্বিধিচ্ছেদ কর :

নবান্নম্, প্রতীক্ষা, দেবেন্দ্রঃ, মতেক্যম্, নদ্যস্থ, যাবজ্জীবেৎ, উলাসঃ, বাগীশঃ, কশ্চিঃ ।

৫। সম্বিধ কাকে বলে? সম্বিধ কত প্রকার ও কি কি?

৬। অসমিধ ও ব্যঙ্গসমিধির পার্থক্য লেখ ।

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) শিশু রোদন করছে । (খ) বিদ্যার আলয় । (গ) লতার মত । (ঘ) মহান খষি । (ঙ) সেই ছবি ।
 (চ) কোনও এক । (ছ) নদীর তীরে । (জ) দেবী বললেন ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) নাস্তি দোষঃ । (খ) নমস্তস্যে । (গ) বাযুর্বাতি । (ঘ) শ্রম এব যজ্ঞঃ । (ঙ) নীরোগো ভব ।

ত্রুটীয়ঃ পাঠঃ

লিঙ্গপ্রকরণম्

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ তিনি প্রকার- পুঁলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ পুঁলিঙ্গ। যেমন- বালকঃ, নরঃ, পুত্রঃ ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- বালিকা, নারী, দেবী, স্ত্রী ইত্যাদি। যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই বোঝায় না সাধারণত তা ক্লীবলিঙ্গ। যেমন- জলম্, ফলম্, পুক্ষম্ ইত্যাদি।

তবে সংস্কৃত ভাষায় সব সময় অর্থ দেখে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না। দার, ভার্যা ও কলত্র- এই তিনিটি শব্দের একই অর্থ ‘স্ত্রী’, কিন্তু ‘দার’ পুঁলিঙ্গ শব্দ, ‘ভার্যা’ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ‘কলত্র’ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

পুঁলিঙ্গ

- ১। দেব, দৈত্য, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের পর্যায়বাচক শব্দগুলি পুঁলিঙ্গ। যেমন-
 - ক) দেববাচক : দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।
 - খ) দৈত্যবাচক : দৈত্যঃ, অসুরঃ, দানবঃ, রাক্ষসঃ ইত্যাদি।
 - গ) স্বর্গবাচক : স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, দেবলোকঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।
 - ঘ) গিরিবাচক : গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ, নগঃ ইত্যাদি।
 - ঙ) সমুদ্রবাচক : সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্ণবঃ ইত্যাদি।
 - চ) যজ্ঞবাচক : যজ্ঞঃ, যাগঃ, মথঃ, ক্রতুঃ ইত্যাদি।
- ২। দেবগণের নামও পুঁলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন- অগ্নিঃ, বিষ্ণুঃ, ইন্দ্রঃ, শিবঃ, গণেশঃ, মহেশ্বরঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

- ১। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দগুলি সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, শ্রদ্ধা, বিদ্যা, প্রতা, নদী, জননী, মহী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বধু, ভূ ইত্যাদি।
- ২। ঝ-কারান্ত মাত্ (মা), দুহিত্ (কন্যা), স্বসৃ (ভগ্নী), ননন্দ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন-
 - মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননন্দা ইত্যাদি।

ঞীবলিঙ্গা

- ১। গগন, নয়ন, বন, কুসুম, ধন, অন্ন ও জলবাচক শব্দ ঞীবলিঙ্গা। যেমন-
- ক) গগনবাচক : গগনম্, অন্নরম্, নভঃ ইত্যাদি।
 - খ) নয়নবাচক : নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।
 - গ) বনবাচক : বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।
 - ঘ) কুসুমবাচক : কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।
 - ঙ) ধনবাচক : ধনম্, বিত্তম্, দ্রবিণম্ ইত্যাদি।
 - চ) অন্নবাচক : অন্নম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।
 - ছ) জলবাচক : জলম্, বারি ইত্যাদি।
- ২। যে-সব শব্দের শেষে ‘অস্’ থাকে, সেগুলি সাধারণত ঞীবলিঙ্গ। যেমন- পয়স্, চেতস্, মনস্, বচস্, তমস্ ইত্যাদি।

সংস্কৃতানুবাদ

দেবগণ- দেবাঃ। দৈত্যদের- দৈত্যানাম্। দুজন অসুর- অসুরৌ। পর্বত খেকে- পর্বতাঃ। সমুদ্রগুলিতে-
সমুদ্রেশু। যজ্ঞের দ্বারা- যজ্ঞেন। বিষ্ণুর- বিষ্ণোঃ। গণেশকে- গণেশম্। লতার- লতায়াঃ। বিদ্যার দ্বারা-
বিদ্যয়া। ভার্যাকে- ভার্যাম্। সরম্বতীর- সরম্বত্যাঃ। লক্ষ্মী- লক্ষ্মীঃ। বধুগণ- বধুঃ। মাকে- মাতরম্।
দুহিতার- দুহিতুঃ। জল- জলম্। অন্ন- অন্নম্। গগন- গগনম্। খাদ্য- খাদ্যম্। চোখ- নয়নম্। বন- বনম্।

অনুশীলনী

- ১। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) টিক দাও :

- ক) দৈত্যবাচক শব্দ পুঁলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / ঞীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।
- খ) সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ / ঞীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ / পুঁলিঙ্গ।
- গ) ‘ত্রিদিব’ শব্দ ঞীবলিঙ্গ / পুঁলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।
- ঘ) ‘কলত্র’ শব্দের অর্থ পুত্র / কন্যা / স্ত্রী / পিতা।
- ঙ) ‘বারি’ শব্দ অন্ন / গগন / পুষ্প / জল শব্দের প্রতিশব্দ।

২। নিচের শব্দগুলির লিঙ্গ নির্ণয় কর :

স্বর্গ, পর্বত, জননী, ক্রতু, পুক্ষ, বিদ্যা, বারি।

৩। কোন্ কোন্ শব্দ সাধারণত লৌহিঙ্গ ?

৪। সন্তোষিঙ্গা নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণসহ জেখ।

৫। পুরুষিঙ্গা নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৬। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি ?

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

দেবগণের। সরস্বতীকে। যজ্ঞের দ্বারা। বিদ্যা থেকে। জল। খাদ্য। চোখ থেকে। মাকে। বধূগণ।

বিষ্ণুর। সমুদ্রে। কন্যারা। গণেশের।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

অসুরৌ, বিদ্যয়া, বিষ্ণুণ, ভার্যাম, পর্বতাত।

চতুর্থঃ পাঠঃ

শব্দরূপঃ

শদের সঙ্গে সাতটি বিভক্তি যুক্ত হয়— প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী) ও সপ্তমী (৭মী)। এই সাতটি বিভক্তির প্রত্যেকটির তিনটি বচন— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সুতরাং শব্দবিভক্তির মোট রূপ একুশটি (৭×৩)। শব্দ বিভক্তির অপর নাম সুপ্র।

শব্দ বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সু	ষ্ণু	জস্
দ্বিতীয়া	অম্	ষণ্ট্	শস্
তৃতীয়া	টা	ভ্যাম্	ভিস্
চতুর্থী	ঙে	ভ্যাম্	ভ্যস্
পঞ্চমী	ঙসি	ভ্যাম্	ভ্যস্
ষষ্ঠী	ঙস্	ওস্	আম্
সপ্তমী	ঙি	ওস্	সুপ্র

শব্দ বিভক্তির আকৃতি প্রয়োগের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে—

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঃ	ষ্ণু	অঃ
দ্বিতীয়া	অম্	ষণ্ট্	অঃ
তৃতীয়া	আ	ভ্যাম্	ভিঃ
চতুর্থী	এ	ভ্যাম্	ভ্যঃ
পঞ্চমী	অঃ	ভ্যাম্	ভ্যঃ
ষষ্ঠী	অঃ	ওঃ	আম্
সপ্তমী	ই	ওঃ	সু

শব্দরূপ : সাতটি বিভক্তি ও সমোধনের তিনটি বচনে শদের যে বিভিন্ন রূপ হয় তাদের বলা হয় শব্দরূপ।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের রূপ প্রদর্শিত হল :

ই-কারান্ত পুঁজিঙ্গা শব্দ

১। মুনি (খাবি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মুনিঃ	মুনী	মুনযঃ
২য়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
৩য়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
৪র্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৫মী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
৭মী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সংশোধন	মুনে	মুনী	মুনযঃ

দ্রষ্টব্য : পতি ও সধি ব্যতীত অগ্নি, রবি, বিধি, কবি, কপি, বহি, গিরি, রশি প্রভৃতি ই-কারান্ত পুঁজিঙ্গা শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত। সমাসে পরপদমস্থ পতি শব্দের রূপও মুনি শব্দের মত হয়। যেমন- নরপতি, ভূপতি, শ্রীপতি, নৃপতি, মহীপতি, শচীপতি, লক্ষ্মীপতি ইত্যাদি।

২। পতি (আমী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	পতিঃ	পতী	পতযঃ
২য়া	পতিম্	পতী	পতীন্
৩য়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
৪র্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৫মী	পত্যঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	পত্যঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
৭মী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সংশোধন	পতে	পতী	পতযঃ

৩। সথি (বন্ধু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সথা	সথায়ো	সথায়ঃ
২য়া	সথায়ম্	সথায়ো	সথীন्
৩য়া	সথ্যা	সথিভ্যাম্	সথিভ্যঃ
৪র্থী	সথ্যে	সথিভ্যাম্	সথিভ্যঃ
৫মী	সথ্যঃ	সথিভ্যাম্	সথিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সথ্যঃ	সথ্যোঃ	সথীনাম্
৭মী	সথ্যোঃ	সথ্যোঃ	সথীষু
সংশোধন	সথে	সথায়ো	সথায়ঃ

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

১। লতা (ব্রততী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
৩য়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৪র্থী	লতায়ে	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৫মী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
৭মী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সংশোধন	লতে	লতে	লতাঃ

দ্রষ্টব্য : শৃন্দৰা, প্রভা, বিভা, আশা, ইচ্ছা, দয়া, কৃপা, বীণা, দেবতা, লজ্জা, ঘৃণা, বিদ্যা, গঞ্জা প্রভৃতি
আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের অনুরূপ।

২। কল্যা (মেঝে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কল্যা	কন্যে	কন্যাঃ
২য়া	কল্যাম্	কন্যে	কন্যাঃ
৩য়া	কল্যয়া	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভ্যঃ
৪র্থী	কল্যায়ে	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভ্যঃ
৫মী	কল্যায়াঃ	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কল্যায়াঃ	কন্যয়োঃ	কন্যানাম্
৭মী	কল্যায়াম্	কন্যয়োঃ	কন্যাসু
সংশোধন	কন্যে	কন্যে	কন্যাঃ

৩। দুর্গা (দেশভূজা দেবী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দুর্গা	দুর্গে	দুর্গাঃ
২য়া	দুর্গাম্	দুর্গে	দুর্গাঃ
৩য়া	দুর্গয়া	দুর্গাভ্যাম्	দুর্গাভিঃ
৪থী	দুর্গায়ৈ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৫মী	দুর্গায়াঃ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	দুর্গায়াঃ	দুর্গয়োঃ	দুর্গানাম্
৭মী	দুর্গায়াম্	দুর্গয়োঃ	দুর্গাসু
সম্মোধন	দুর্গে	দুর্গে	দুর্গাঃ

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

১। নদী (তটিনী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	নদী	নদৌ	নদ্যঃ
২য়া	নদীম্	নদৌ	নদীঃ
৩য়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
৪থী	নদ্যে	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৫মী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
৭মী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীসু
সম্মোধন	নদি	নদ্যোঃ	নদ্যঃ

দ্রষ্টব্য : গৌরী, সুন্দরী, নারী, সতী, সরস্বতী, পৃথিবী, লেখনী, নগরী, শ্রেণী, কালী প্রভৃতি ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ নদী শব্দের অনুরূপ।

২। দেবী (স্ত্রীদেবতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দেবী	দেবৌ	দেব্যঃ
২য়া	দেবীম্	দেবৌ	দেবীঃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
৩য়া	দেব্যা	দেবীভ্যাম्	দেবীভিঃ
৪র্থী	দেবৈ	দেবীভ্যাম্	দেবীভ্যঃ
৫মী	দেব্যাঃ	দেবীভ্যাম্	দেবীভ্যঃ
ষষ্ঠী	দেব্যাঃ	দেব্যোঃ	দেবীনাম্
৭মী	দেব্যাম্	দেব্যোঃ	দেবীষু
সম্মোধন	দেবি	দেব্যো	দেব্যঃ

৩। শ্রী (লক্ষ্মী, সৌন্দর্য)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	শ্রীঃ	শ্রীয়ো	শ্রিযঃ
২য়া	শ্রিয়ম্	শ্রীয়ো	শ্রিযঃ
৩য়া	শ্রিয়া	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভিঃ
৪র্থী	শ্রিয়ে, শ্রিয়ে	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৫মী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৬ষষ্ঠী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীয়োঃ	শ্রিযাম্, শ্রীণাম্
৭মী	শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি	শ্রীয়োঃ	শ্রীষু
সম্মোধন	শ্রীঃ	শ্রীয়ো	শ্রিযঃ

দ্রষ্টব্য : হী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি) ও ভী (ভয়) শব্দের রূপ শ্রী-শব্দের মত।

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

১। ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ফলম্	ফলে	ফলানি
২য়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
৩য়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলেঃ
৪র্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৫মী	ফলাঃ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৬ষষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
৭মী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্মোধন	ফল	ফলে	ফলানি

দ্রষ্টব্য : পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, অনু, ছত্র, জ্ঞান, ত্রণ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র, বন, অরণ্য, ধন, কমল, নয়ন, পুষ্প প্রভৃতি
অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ফল শব্দের মত।

২। কমল (পদ্ম)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কমলম্	কমলে	কমলানি
২য়া	কমলম্	কমলে	কমলানি
৩য়া	কমলেন	কমলাভ্যাম্	কমলেঃঃ
৪র্থী	কমলায়	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যঃঃ
৫মী	কমলাং	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যঃঃ
৬ষ্ঠী	কমলস্য	কমলয়োঃ	কমলানাম্
৭মী	কমলে	কমলয়োঃ	কমলেষু
সম্মেধন	কমল	কমলে	কমলানি

৩। ত্রণ (ঘাস)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ত্রণম্	ত্রণে	ত্রণানি
২য়া	ত্রণম্	ত্রণে	ত্রণানি
৩য়া	ত্রণেন	ত্রণাভ্যাম্	ত্রণেঃঃ
৪র্থী	ত্রণায়	ত্রণাভ্যাম্	ত্রণেভ্যঃঃ
৫মী	ত্রণাং	ত্রণাভ্যাম্	ত্রণেভ্যঃঃ
৬ষ্ঠী	ত্রণস্য	ত্রণয়োঃ	ত্রণানাম্
৭মী	ত্রণে	ত্রণয়োঃ	ত্রণেষু
সম্মেধন	ত্রণ	ত্রণে	ত্রণানি

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের জন্য সংস্কৃত শব্দরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলায় শব্দের সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত থাকে, সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় শব্দের সঙ্গে সেই বিভক্তিই যোগ করতে হয়। এজন্য সংস্কৃতানুবাদ শিক্ষার পূর্বে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতি মুখ্যস্থ করা অত্যাবশ্যক। একারণেই নিম্নে বাংলা শব্দবিভক্তির
২০ আকৃতি প্রদত্ত হল :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	অ	রা, এরা
২য়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৩য়া	ঢারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগঢারা, দিগদিয়া, দিগকর্তৃক
৪র্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৫মী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হতে, দিগ থেকে
৬ষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
৭মী	তে, এ, য	দিগেতে, দিগে

শব্দবিভক্তির প্রয়োগ : বালককে। 'বালক' মূল শব্দ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কে'। 'কে' দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন। সুতরাং 'বালককে' দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনান্ত পদ। এজন্য সংস্কৃতে অনুবাদের সময় 'বালক' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন প্রয়োগ করতে হবে। 'বালক' শব্দ 'নর' শব্দের মত। 'নর' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন 'নরম'। সুতরাং 'বালক' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন 'বালকম'। এভাবে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে হবে।

অনুবাদের কতিপয় আদর্শ : বালকেরা—বালকাঃ। বালকের—বালকস্য। বালক থেকে—বালকাত্। মুনির দ্বারা— মুনিনা। মুনিগণের—মুনীনাম্। পতিকে—পতিম্। পতির—পতুঃ। বন্ধুর দ্বারা—সখ্যা। লতার দ্বারা—লতয়া। লতার- লতায়াঃ। কন্যাগণ—কন্যাঃ। দুটি নদী—নদ্যৌ। দেবীর—দেব্যাঃ। ফলগুলি—ফলানি। দুটি পদ্ম—কমলে। তৃণ থেকে— তৃণাত্।

অনুশীলনী

১। শুন্ধ উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) 'মুনি' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ— মুনিন् / মুনীন् / মুনিনা / মুনয়ে।
- খ) 'সখি' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ— সখ্যা / সখ্যে / সখিনা / সখ্যঃ।
- গ) 'লতা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ— লতাতিঃ / লতায়ে / লতয়া / লতাসু।
- ঘ) 'ফল' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ— ফলানাম্ / ফলেষু / ফলেন / ফলাত্।
- ঙ) 'পাপ' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ— পাপানি / পাপম্ / পাপানী / পাপিনা।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিচের শব্দগুলির রূপ লেখ :

- ক) 'মুনি' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।
- খ) 'নরপতি' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ।
- গ) 'পতি' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।

- ঘ) 'সখি' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।
 ঙ) 'লতা' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 চ) 'প্রভা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।
 ছ) 'নদী' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 জ) 'ফল' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 ঝ) 'পুক্ষ' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 ঞ) 'ত্রণ' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) শব্দের সঙ্গে কয়টি বিভক্তি যুক্ত হয়?
 খ) শব্দরূপ কাকে বলে?
 গ) 'ভূপতি' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?
 ঘ) 'বিদ্যা' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?
 ঙ) 'ধী' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

৪। প্রথমা থেকে চতুর্থী বিভক্তি পর্যন্ত নদী শব্দের রূপ লেখ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

বালকের। পতিকে। দুটি নদী। মুনিগণের। লতার। বালক থেকে। লতার দ্বারা। পদ্মগুলি।

৬। বাংলায় অনুবাদ কর :

বালকাণ্ড। মুনেঃ। কমলানি। নদ্যঃ। লতাসু। দেব্যাঃ। শ্রীঃ। তৃণাণ। পতুঃ। দুর্গায়ে। সরস্বত্যাঃ।

- ৭। 'দুর্গা' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।
 ৮। চতুর্থী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত 'লতা' শব্দের রূপ লেখ।
 ৯। প্রথমা থেকে তৃতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত 'অগ্নি' শব্দের রূপ লেখ।
 ১০। 'মুনি' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।
 ১১। সকল বিভক্তি ও বচনে শব্দবিভক্তির আকৃতি লেখ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

ধাতুরূপঃ

সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ তিনি প্রকার- উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ। অহম् (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা) উত্তমপুরুষ। তত্ম (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যৃয়ম্ (তোমরা) মধ্যমপুরুষ এবং অবশিষ্ট সব, যেমন- সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), রামঃ, অনুপঃ, কমলা, সারদা প্রভৃতি প্রথমপুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের তিনটি বচন- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

ক্রিয়ার মূলকে বলা হয়া ধাতু। ধাতুর চিহ্ন \checkmark । \checkmark পঠ, \checkmark গম, \checkmark দৃশ্য প্রভৃতি ধাতু। কর্তৃবাচ্যে ধাতু তিনি প্রকার। পরমৈশ্বরী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

ক্রিয়ার ব্যাপার বোঝাতে ধাতুর সঙ্গে তি, তস্, অন্তি, দ্, তাম্, তু, অন্তু, যাঃ, স্যতি প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তিগুলি ক্রিয়ার কাল বা ভাব প্রকাশ করে। এদের বলা হয় তিঙ্গবিভক্তি।

তিঙ্গবিভক্তি বা ধাতুবিভক্তি দশ ভাগে বিভক্ত। এই দশটি ভাগের মধ্যে লট্, লোট্, লঙ্গ, বিধিলিঙ্গ বা লিঙ্গ ও লংট্ প্রধান। এদের আদিতে 'ল' থাকায় এদের বলা হয় ল-কার। বর্তমান কাল অর্থে লট্, অতীতকাল অর্থে লঙ্গ, ভবিষ্যৎকাল অর্থে লংট্, বর্তমান অনুজ্ঞা (আদেশ, উপদেশ) প্রভৃতি বোঝাতে লোট্ এবং উচিত অর্থে বিধিলিঙ্গ বা লিঙ্গের ব্যবহার হয়।

প্রত্যেকটি ল-কারের উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ - এই তিনটি ভেদ এবং তাদের আবার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন - এই তিনি ভেদ। ফলে তিঙ্গ বিভক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় $10 \times 3 \times 3 = 90$ (নবই)। আত্মনেপদেও তিঙ্গ বিভক্তির সংখ্যা ৯০। সুতরাং তিঙ্গ বিভক্তির মোট সংখ্যা ১৮০।

ধাতুরূপ : বিভিন্ন ল-কারে তিনটি পুরুষ ও তিনটি বচনে ধাতুর যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাদের বলা হয় ধাতুরূপ।

তিঙ্গ বা ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি

পরমৈশ্বরী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্ (তঃ)	থস্ (থঃ)	বস্ (বঃ)
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্(মঃ)

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	ত্	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অস্তু	ত	আম

লঙ্গ

একবচন	দ(ৎ)	স(ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	যাৎ	যাস্ত(যাঃ)	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্ত(সুঃ)	যাত	যাম

লৃট্

একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্ত(স্যতঃ)	স্যথস্ত(স্যথঃ)	স্যাবস্ত(স্যাবঃ)
বহুবচন	স্যত্নতি	স্যথ	স্যামস্ত(স্যামঃ)

সংস্কৃত ধাতুরূপ অসংখ্য। এখানে কয়েকটি ধাতুরূপের পরিচয় দেওয়া হল।

১। গম্ভু (যাওয়া)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
দ্বিবচন	গচ্ছতঃ	গচ্ছথঃ	গচ্ছাবঃ
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছামঃ

লোট্

একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ	গচ্ছানি
দ্বিবচন	গচ্ছতাম্	গচ্ছতম্	গচ্ছাব
বহুবচন	গচ্ছত্তু	গচ্ছত	গচ্ছাম

লঙ্ঘ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অগচ্ছৎ	অগচ্ছঃ	অগচ্ছম্
দ্বিবচন	অগচ্ছতাম্	অগচ্ছতম্	অগচ্ছাব
বহুবচন	অগচ্ছন्	অগচ্ছত	অগচ্ছাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	গচ্ছৎ	গচ্ছঃ	গচ্ছয়ম্
দ্বিবচন	গচ্ছতাম্	গচ্ছতম্	গচ্ছেব
বহুবচন	গচ্ছয়ঃ	গচ্ছত	গচ্ছম

লৃট

একবচন	গমিষ্যতি	গমিষ্যসি	গমিষ্যামি
দ্বিবচন	গমিষ্যতঃ	গমিষ্যথঃ	গমিষ্যাবঃ
বহুবচন	গমিষ্যন্তি	গমিষ্যথ	গমিষ্যামঃ

২। পঠ (পড়া)

লট

একবচন	পঠতি	পঠসি	পঠামি
দ্বিবচন	পঠতঃ	পঠথঃ	পঠাবঃ
বহুবচন	পঠন্তি	পঠথ	পঠামঃ

লোট

একবচন	পঠতু	পঠ	পঠানি
দ্বিবচন	পঠতাম্	পঠতম্	পঠাব
বহুবচন	পঠন্তু	পঠত	পঠাম

লঙ্ঘ

একবচন	অপঠৎ	অপঠঃ	অপঠম্
দ্বিবচন	অপঠতাম্	অপঠতম্	অপঠাব
বহুবচন	অপঠন্	অপঠত	অপঠাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	পঠেৎ	পঠঃ	পঠেয়ম্
দ্বিবচন	পঠেতাম্	পঠেতম্	পঠেব
বহুবচন	পঠেয়ঃ	পঠেত	পঠেম

শৃঙ্খলা

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পঠিষ্যতি	পঠিষ্যসি	পঠিষ্যামি
দ্বিবচন	পঠিষ্যতঃ	পঠিষ্যথঃ	পঠিষ্যাবঃ
বহুবচন	পঠিষ্যন্তি	পঠিষ্যথ	পঠিষ্যামঃ

৩। বদ্ব (বলা)
শৃঙ্খলা

একবচন	বদতি	বদসি	বদামি
দ্বিবচন	বদতঃ	বদথঃ	বদাবঃ
বহুবচন	বদন্তি	বদথ	বদামঃ

শোষণ

একবচন	বদতু	বদ	বদানি
দ্বিবচন	বদতাম্	বদতম্	বদাব
বহুবচন	বদন্তু	বদত	বদাম

শঙ্ক

একবচন	অবদৎ	অবদঃ	অবদম্
দ্বিবচন	অবদতাম	অবদতম্	অবদাব
বহুবচন	অবদন্	অবদত	অবদাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	বদেৎ	বদেঃ	বদেয়ম্
দ্বিবচন	বদেতাম্	বদেতম্	বদেব
বহুবচন	বদেয়ঃ	বদেত	বদেম

শৃঙ্খলা

একবচন	বদিষ্যতি	বদিষ্যসি	বদিষ্যামি
দ্বিবচন	বদিষ্যতঃ	বদিষ্যথঃ	বদিষ্যাবঃ
বহুবচন	বদিষ্যন্তি	বদিষ্যথ	বদিষ্যামঃ

৪। লিখ (লেখা)
শৃঙ্খলা

একবচন	লিখতি	লিখসি	লিখামি
দ্বিবচন	লিখতঃ	লিখথঃ	লিখাবঃ
বহুবচন	লিখন্তি	লিখথ	লিখামঃ

গোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	লিখতু	লিখ	লিখানি
দ্বিবচন	লিখতাম্	লিখতম্	লিখাব
বহুবচন	লিখত্তু	লিখত	লিখাম

লঙ্গ

একবচন	অলিখৎ	অলিখঃ	অলিখম্
দ্বিবচন	অলিখতাম্	অলিখতম্	অলিখাব
বহুবচন	অলিখন্ত	অলিখত	অলিখাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	লিখেৎ	লিখেঃ	লিখেয়ম্
দ্বিবচন	লিখেতাম্	লিখেতম্	লিখেব
বহুবচন	লিখেয়ঃ	লিখেত	লিখেম

শৃট

একবচন	লেখিষ্যতি	লেখিষ্যসি	লেখিষ্যামি
দ্বিবচন	লেখিষ্যতঃ	লেখিষ্যথঃ	লেখিষ্যাবঃ
বহুবচন	লেখিষ্যন্তি	লেখিষ্যথ	লেখিষ্যামঃ

সংস্কৃতানুবাদ

সংস্কৃতে একটিমাত্র সংখ্যা বোঝালে হয় একবচন। যেমন— নরঃ (একজন মানুষ)। দুটি সংখ্যা বোঝালে দ্বিবচন। যেমন— নরৌ (দুজন মানুষ)। দুয়ের অধিক সংখ্যা বোঝালে হয় বহুবচন। যেমন— নরাঃ (মানুষেরা)।

সংস্কৃতে পুরুষ তিনিষ্কার— উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ।

উত্তমপুরুষ : অহম् (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা)।

মধ্যমপুরুষ : তত্ম (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যুয়ম্ (তোমরা)।

প্রথমপুরুষ : সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), ভবান् (আপনি), ভবত্তৌ (আপনারা দুজন), ভবত্তঃ (আপনারা), রামঃ, যদুঃ, শ্যামলঃ, কৃষঃ ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, অর্থাৎ কর্তা যে পুরুষ ও যে বচনের, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়।

বর্তমান কাল বা লট্-এর প্রয়োগ

সে পড়ে- সঃ পঠতি। তারা দুজন পড়ে- তৌ পঠতঃ। তারা পড়ে- তে পঠন্তি। তুমি পড়- তুম্ম পঠসি। তোমরা দুজন পড়- যুবাম্ পঠথঃ। তোমরা পড়- যুয়ম্ পঠথ। আপনি পড়েন- ভবান् পঠতি। আপনারা দুজন পড়েন- ভবন্তো পঠতঃ। আপনারা পড়েন- ভবন্তঃ পঠন্তি।

অতীতকাল বা লঙ্ঘ-এর প্রয়োগ

সে গিয়েছিল- সঃ অগচ্ছৎ। তারা দুজন গিয়েছিল- তৌ অগচ্ছতাম্। তারা গিয়েছিল- তে অগচ্ছন্ম। আমি বলেছিলাম্- অহম্ অবদাম্। আমরা দুজন বলেছিলাম- আবাম্ অবদাব। আমরা বলেছিলাম- বয়ম্ অবদাম। তুমি লিখেছিলে- তুম্ম অলিখঃ। তোমরা দুজন লিখেছিলে- যুবাম্ অলিখতাম্। তোমরা লিখেছিলে- যুয়ম্ অলিখত।

ভবিষ্যৎকাল বা লৃট্-এর প্রয়োগ

সে যাবে- সঃ গমিষ্যতি। তারা দুজন যাবে- তৌ গমিষ্যতঃ। তারা যাবে- তে গমিষ্যন্তি। আমি যাব- অহং গমিষ্যামি। তুমি পড়বে- তুম্ম পঠিষ্যসি। তোমরা দুজন পড়বে- যুবাম্ পঠিষ্যথঃ। তোমরা পড়বে- যুয়ম্ পঠিষ্যথ। আপনি লিখবেন- ভবান্ লেখিষ্যতি।

বর্তমান অনুজ্ঞা বা লোট্-এর প্রয়োগ

যাও- গচ্ছ। যান- গচ্ছতু। পড়- পঠ। লেখ- লিখ। বল- বদ।

দ্রষ্টব্য : ক্রিয়ার অনুজ্ঞাসূচক ভাব বা লোট্-এর কর্তা তুম্ম, ভবান্ প্রভৃতি সাধারণত উহ্য থাকে। তবে এর অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

উচিত্য প্রকাশক ল-কার বা বিধিলিঙ্গের প্রয়োগ

তার যাওয়া উচিত- সঃ গচ্ছেৎ। আমার পড়া উচিত- অহম্ পঠেয়ম্। আমাদের লেখা উচিত- বয়ম্ লিখেম। তোমার বলা উচিত- তুম্ম বদেঃ। তোমাদের পড়া উচিত- যুয়ম্ পঠেত।

দ্রষ্টব্য : বাংলা বাকে ক্রিয়ার পর ‘উচিত’ শব্দ থাকলে কর্তায় গুরু বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথম বিভক্তি হয়। উপরের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ কয় প্রকার?
- খ) ধাতু কাকে বলে?
- গ) তিঙ্গবিভক্তি কয় ভাগে বিভক্ত?
- ঘ) তিঙ্গবিভক্তির সংখ্যা কত?
- ঙ) সংস্কৃতে বচন কয় প্রকার?
- চ) দ্঵িবচন কাকে বলে?
- ছ) ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক কি?

২। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

- ক) লোট্ বিভক্তিতে ‘গঢ়’-ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচন।
- খ) লট্ বিভক্তিতে ‘পঠ’-ধাতুর উত্তমপুরুষের বহুবচন।
- গ) লৃট্ বিভক্তিতে ‘বদ্’-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।
- ঘ) লঙ্ঘ বিভক্তিতে ‘লিখ্’-ধাতুর মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন।
- ঙ) লৃট্ বিভক্তিতে ‘লিখ্’-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।

৩। বিধিলিঙ্গ বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষে ‘লিখ্’-ধাতুর রূপ লেখ।

৪। লোট্ বিভক্তিতে ‘বদ্’-ধাতুর রূপ লেখ।

৫। লঙ্ঘ-বিভক্তিতে ‘পঠ’ ধাতুর রূপ লেখ।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আপনি পড়েন। (খ) যাদের পড়েছিল। (গ) আমরা যাব। (ঘ) তোমরা দুজন পড়বে। (ঙ) সে যাবে। (চ) আমি বলেছিলাম। (ছ) তার যাওয়া উচিত।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) তৌ পঠতঃ। (খ) আবাম্ অবদাব। (গ) তৌ গমিষ্যতঃ। (ঘ) তৃম্ অলিখঃ। (ঙ) বয়ং লিখেম।
- (চ) ভবান् লেখিষ্যতি।

৮। পরমেশ্বরে লঙ্ঘ, লোট্ ও লৃট্-এর আকৃতি লেখ।

৯। লট্-এ সকল পুরুষ ও বচনে ‘গঢ়-ধাতুর রূপ লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

অব্যয়প্রকরণম্

অব্যয়: ন ব্যয় = অব্যয়। 'ন' শব্দের অর্থ নেই। 'ব্যয়' শব্দের অর্থ 'রূপান্তর' বা 'পরিবর্তন'। সুতরাং 'অব্যয়' শব্দের অর্থ 'যার পরিবর্তন বা রূপান্তর নেই'। যে পদের কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়না, তাকে অব্যয় বলে।

কর্মকৃটি অব্যয়ের প্রয়োগ:

অদ্য (আজ)	- অদ্য অহং গমিষ্যামি- আজ আমি যাব।
অত্র (এখানে)	- অত্র আগচ্ছ- এখানে আস।
ইব (মত)	- নবনীতম্ ইব কোমলম্ শরীরম্- মাখনের মত কোমল শরীর।
কদা (কখন)	- কদা তৃম্ গমিষ্যসি? - তুমি কখন যাবে?
তত্র (সেখানে)	- তত্র গচ্ছ- সেখানে যাও।
দিবা (দিনের বেলা)	- দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ- দিনের বেলা ঘুমিয়ো না।
ধিক্ (নিদ্বাসূচক অব্যয়)	- ধিক্ বিশ্বাসঘাতকম্- বিশ্বাসঘাতককে ধিক্।
নিকষা (নিকটে)	- গ্রামং নিকষা নদী- গ্রামের নিকটে নদী।
পুনঃ পুনঃ (বার বার)	- বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি- বালিকা বারবার রোদন করছে।
পুরা (প্রাচীনকালে)	- পুরা একঃ রাজা আসীৎ- প্রাচীনকালে একজন রাজা ছিলেন।
প্রাতঃ (প্রভাত)	- প্রাতৰ্মণং কুরু- প্রভাতে ভ্রমণ করবে।
বহিঃ (বাইরে)	- গৃহাং বহিঃ ন গচ্ছ- ঘরের বাইরে যেয়ো না।
বিনা (ব্যতীত)	- দুঃখং বিনা সুখং ন ভবতি- দুঃখ বিনা সুখ হয় না।
মা (না)	- পাপং মা কুরু- পাপ করো না।
মিথ্যা (অসত্তা)	- মিথ্যাভাষণং পাপম্- মিথ্যা বলা পাপ।
শীঘ্ৰম্ (সত্ত্বর)	- শীঘ্ৰম্ গচ্ছ- শীঘ্ৰ যাও।
সহ (সঙ্গে)	- পুত্ৰেণ সহ পিতা গচ্ছতি- পুত্ৰের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন।
সদা (সর্বদা)	- সদা সত্যং বদ- সর্বদা সত্য বলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) 'অত্র' শব্দের অর্থ যেখানে / সেখানে / সর্বত্র / এখানে ।
- খ) 'ধিক' একটি বিস্ময়সূচক / নিন্দাসূচক / প্রশংসাসূচক / ভাববোধক অব্যয় ।
- গ) অব্যয় শব্দের অর্থ যার রূপান্তর নেই / রূপান্তর আছে / কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে / অর্ধেক রূপান্তর হয় ।
- ঘ) 'বিশ্বাসঘাতকম্' পদের অর্থ বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা / বিশ্বাসঘাতকে / বিশ্বাসঘাতকেরা ।
- ঙ) 'মা' শব্দের অর্থ হঁা / না / কখনো না / সর্বদা ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অদ্য অহং—— ।
- খ) —— তথ্য গমিষ্যসি?
- গ) দিবা —— ন গচ্ছ ।
- ঘ) —— পুনঃ পুনঃ রোদিতি ।
- ঙ) পুরা একঃ রাজা —— ।

৩। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :

কদা, বিনা, তত্ত্ব, পুরা, মা ।

৪। নিচের পদগুলির অর্থ লেখ :

দিবা, নিকষা, অদ্য, ইব, শীঘ্ৰম্ ।

৫। অব্যয় কাকে বলে? পাঁচটি অব্যয়পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও ।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আজ আমি যাব । (খ) তুমি কখন যাবে? (গ) দিনের বেলা ঘুমিয়ো না । (ঘ) গ্রামের নিকটে বিদ্যালয় । (ঙ) পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন ।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ । (খ) গ্রামং নিকষা নদী । (গ) বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি । (ঘ) প্রাতৰ্মণং কুরু । (ঙ) মিথ্যাভাষণং পাপম্ ।

সম্মতঃ পাঠঃ

কারক-বিভক্তিঃ

১। কারক

প্রবীরঃ গচ্ছতি (প্রবীর যায়)।
বীণা বেদং পঠতি (বীণা বেদ পড়ছে)।

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়ার সম্পাদক ‘প্রবীরঃ’। সুতরাং ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘প্রবীরঃ’ পদের সম্মত আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘পঠতি’ ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে ‘বীণা’। আবার ‘বেদং’ (বেদম্) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ পদের সম্পর্ক আছে। আবার ‘বেদং’ (বেদম্) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ ও ‘বেদং’ পদের সম্মত আছে। এরূপভাবে-

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য যে পদের অন্য বা সম্মত থাকে, তাকে কারক বলে।
কারক হয় প্রকার, যেমন- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্পদান, অপাদান ও অধিকরণ।

(ক) কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- সূর্যঃ উদেতি (সূর্য উদিত হচ্ছে)। ছাত্রঃ পঠতি (ছাত্র পড়ছে)।

(খ) কর্মকারক

কর্তা যা করে তা কর্মকারক। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ (কিম্) বা ‘কাকে’ (কম্) প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন- ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি (ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছেন)। পিতা পুত্রম् অপশ্যৎ (পিতা পুত্রকে দেখেছিলেন)।

(গ) করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন-
সঃ কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনতি (সে কুঠারে দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করছে)। অহং লেখন্যা লিখামি (আমি কলম দ্বারা লিখছি)।

(ঘ) সম্পদান কারক

যাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্পদান কারক বলে। যেমন- ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দেহি (ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। রাজা বিপ্রায় গাং দদাতি (রাজা ব্রাহ্মণকে গরু দান করছেন)।

(ঙ) অপাদানকারক

যা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন, ভীত, পতিত, শ্রুত প্রভৃতি বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন-

উৎপন্ন : মেঘাং বৃষ্টিঃ ভবতি (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়)।

ভীত : শিশুঃ সর্পাং বিভেতি (শিশু সাপ থেকে ভয় পাচ্ছে)।

পতিত : বৃক্ষাং পত্রং পততি (গাছ থেকে পাতা পড়ছে)।

শ্রুত : সঃ মাতুঃ অশৃণোৎ (সে মায়ের নিকট থেকে শুনেছে)।

(চ) অধিকরণ কারক

যে-সময়ে, যে-স্থানে বা যে-বিষয়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয়, সেই সময়, সেই স্থান ও সেই বিষয়কে অধিকরণকারক বলে। যেমন-

স্থানঃ বনে ব্যাঘঃ বসতি (বনে বাঘ বাস করে)।

সময়ঃ বসন্তে কোকিলঃ কুজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

বিষয়ঃ সঃ ব্যাকরণে নিপুণঃ (সে ব্যাকরণে পারদর্শী)।

২। বিভক্তি

যে-সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ এবং ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়। বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার- শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি। শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ গঠন করে এবং ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

(ক) প্রথমা বিভক্তি

- ১। যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিক বলে। প্রাতিপদিক বোঝালে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- লতা, ফলম्, নদী ইত্যাদি।
- ২। কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বিহগাঃ কুজতি ('পাখি সব করে রব')। বালিকা পঠতি (বালিকাটি পড়ছে)।
- ৩। অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- দশরথঃ ইতি রাজা আসীৎ (দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন)।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি

- ১। কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-
অহং পুস্তকং পঠামি (আমি বই পড়ছি)।
সঃ জলং পিবতি (সে জল পান করছে)।
- ২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বাযুঃ মন্দং বহতি (বায়ু ধীরে বইছে)।
কোকিলঃ মধুরং কুজতি (কোকিল মধুর স্বরে কুজন করছে)।
- ৩। অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), প্রতি, ধিক, নিকষা (নিকটে) প্রত্বতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-

গ্রামং অভিতঃ উদ্যানম্ (গ্রামের সম্মুখে বাগান)।
 বিদ্যালয়ং পরিতঃ প্রাচীরম্ (বিদ্যালয়ের চারদিকে প্রাচীর)।
 দীনং প্রতি দয়াং কুরু (দরিদ্রের প্রতি দয়া কর)।
 পাপিনং ধিক্ (পাপীকে ধিক্)।
 গ্রামং নিকষা নদী (গ্রামের নিকটে নদী)।

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি

- ১। করণ কারকে প্রধানত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—
 বয়ং নয়নেন পশ্যামঃ (আমরা চোখ দিয়ে দেখি)।
- ২। সহ, উন, ইন, অলম্ প্রভৃতি শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—
 পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি (পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন)।
 একেন উনঃ (এক কম)।
 বিদ্যয়া ইনঃ (বিদ্যা ইন)।
 কলহেন অলম্ (বিবাদের প্রয়োজন নেই)।

(ঘ) চতুর্থী বিভক্তি

- ১। সম্প্রদান কারকে প্রধানত চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 ত্রুষ্ণার্তায় জলং দেহি (ত্রুষ্ণার্তকে জল দান কর)।
 দরিদ্রায় বস্ত্রং দেহি (দরিদ্রকে বস্ত্র দাও)।
- ২। নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 অশ্বায় ঘাসঃ (ঘোড়ার জন্য ঘাস)।
 কুড়লায় হিরণ্যম্ (কুড়লের জন্য স্বর্ণ)।
- ৩। নমস্ (নমঃ) শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 শিবায় নমঃ (শিবকে নমস্কার)।
 সরস্বতৈ নমঃ (সরস্বতীকে নমস্কার)।

(ঙ) পঞ্চমী বিভক্তি

- ১। অপাদানে প্রধানত পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—
 ধর্মাং সুখং ভবতি (ধর্ম থেকে সুখ হয়)।
 সঃ অশ্বাং অপতৎ (সে ঘোড়া থেকে পড়ে গোল)।
- ২। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—
 শীতাং কম্পতে বৃন্দা (বৃন্দা শীতে কাঁপছেন)।
 শোকাং ক্রন্দতি মাতা (মা শোকে কাঁদছেন)।

- ৩। 'বহিঃ' শব্দযোগে পদ্ধতিমী বিভক্তি হয়। যেমন-
সঃ গ্রামাং বহিঃ গচ্ছতি (সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে)।

(চ) ষষ্ঠী বিভক্তি

- ১। যে পদের ক্রিয়ার সাথে কোন সম্বন্ধ থাকে না তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।
যেমন- মম পুস্তকম् অস্তি (আমার পুস্তক আছে)।
এখানে 'মম' পদের সঙ্গে 'অস্তি' ক্রিয়াপদের কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং 'মম' সম্বন্ধ পদ।
- ২। 'ত্প'-ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন-
ন অগ্নিঃ ত্প্যতি কাষ্ঠানাম্ / কাষ্ঠেঃ (অগ্নি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা ত্প্ত হয় না)।

(ছ) সপ্তমী বিভক্তি

- ১। অধিকরণ কারকে প্রধানত সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন-
গগনে চন্দ্ৰঃ উদেতি (আকাশে চাঁদ উঠেছে)।
বসন্তে কোকিলঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।
- ২। 'নিপুণ' শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন-
সঃ সংস্কৃতে নিপুণঃ (সে সংস্কৃতে দক্ষ)।
- ৩। একজাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন-
কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ (কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ)।

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় বিভক্তি প্রয়োগের সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

কর্তায় ১য়া : বালকটি পড়ছে- বালকঃ পঠতি। চাঁদ উঠেছে- চন্দ্ৰঃ উদেতি।

কর্মে ২য়া : আমি রামায়ণ পড়ছি- অহং রামায়ণং পঠামি। সে জল পান করছে- সঃ জলং পিবতি।

করণে ৩য়া : আমরা চোখ দিয়ে দেখি- বয়ং নেতৃত্বাং পশ্যামঃ। সে কলম দ্বারা চিঠি লেখে- সঃ লেখন্যা পত্রং লিখতি।

সম্পূর্ণানে ৪য়ী : ব্রাহ্মণকে গীতা দান কর- ব্রাহ্মণায় গীতাং দেহি। দরিদ্রকে অনু দান কর- দরিদ্রায় অনুং দেহি।

অপাদানে ৫য়ী : গাছ থেকে পাতা পড়ে- বৃক্ষাং পত্রং পততি। পাপ থেকে দুঃখ হয়- পাপাং দুঃখং জায়তে।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী : আমার বাড়িতে আস- মম গৃহম্ আগচ্ছ। এটি তার বাড়ি- ইদং তস্য গৃহম্।

অধিকরণে ৭মী : জলে মাছ থাকে- জলে মৎস্যঃ তিষ্ঠতি। পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্ৰ উদিত হয়- পূর্ণিমায়ং পূর্ণচন্দ্ৰঃ উদেতি।

অনুশীলনী

১। শুন্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) টিক দাও :

- ক) অধিকরণ কারকে প্রধানত ২য়া / ৩য়া / ৫মী / ৭মী বিভক্তি হয়।
- খ) ক্রিয়ার সাথে যার সম্বন্ধ থাকে তাকে নিপাত / অব্যয় / কারক / উপসর্গ বলে।
- গ) এক জাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ / সম্প্রদান / অপাদান / অধিকরণ।
- ঘ) সরঞ্জাতীং নমঃ / সরঞ্জাত্যা নমঃ / সরঞ্জাত্যে নমঃ / সরঞ্জাতী নমঃ।
- ঙ) বৃক্ষাং পততি / বৃক্ষে পততি / বৃক্ষস্য পততি / বৃক্ষেণ পততি।

২। উদাহরণ দাও :

কর্মে ২য়া, নিক্যা শব্দযোগে ২য়া, হেতু অর্থে ৫মী, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, নির্ধারণে ৭মী, অপাদানে ৫মী।

৩। মোটা হৱফে লেখা পদসমূহের কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

- (ক) অহং লেখন্যা লিখামি। (খ) মেঘাং বৃক্ষিঃ ভবতি। (গ) বসন্তে কোকিলঃ কৃজতি। (ঘ) পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি। (ঙ) সঃ গ্রামাং বহিঃ গচ্ছতি। (চ) সঃ সহস্রতে নিপুণঃ। (ছ) মম পুস্তকম্ অস্তি। (জ) শ্রীগুরবে নমঃ।

৪। সহস্রতে অনুবাদ কর :

- (ক) আমি মহাভারত পড়ছি। (খ) আমরা চোখ দিয়ে দেখি। (গ) দরিদ্রকে অনু দান কর। (ঘ) পাপ থেকে দুঃখ হয়। (ঙ) আমি গ্রামের বাইরে যাব। (চ) মাতাকে নমস্কার। (ছ) দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

৫। বাঙ্গালী অনুবাদ কর :

- (ক) কোকিলঃ কৃজতি। (খ) ব্রাজণায় গীতাং দেহি। (গ) মম গৃহম্ আগচ্ছ। (ঘ) গ্রামং নিকষা বিদ্যালয়ঃ।
- (ঙ) কবিয়ু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

সম্প্রদান কারক, কর্মকারক, অধিকরণ কারক, করণ কারক, সম্বন্ধ পদ।

৭। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?

অভিধানিকা অ

অচেষ্ট- চেষ্টা করেছিল। অতঃ- অতএব। অধাবৎ- দৌড়েছিল। অবদৎ- বলেছিল। অবশ্যমেব- অবশ্যই।
অভবৎ- হয়েছিল।

আ

আগচ্ছন্ম- এসেছিল (বহু)। আর্তনাদম্ভ- আর্ত চিৎকার। আনন্দিতঃ- প্রফুল।

ই

ইচ্ছামি- ইচ্ছা করি। ইতুক্তা- এরূপ বলে।

ঈ

ঈশ্বরস্য- ঈশ্বরের।

উ

উচ্চেঃ- উচ্চকর্তৃ। উপদেশম্ভ-উপদেশ।

উপায়েন- উপায়ের দ্বারা।

ঝ

একম্ভ- এক। একমপ্তি- একটিও।

ক

কষ্টাং- কষ্ট থেকে। কশ্চিৎ- কোনও। কারণম্ভ- কারণ। কীদৃশানি- কিবূপ। কৃতবান্ম- করেছিল। ক্রোধঃ-
কোপ।

খ

খাদিষ্যামি- খাব।

গ

গর্জনম্ভ- গর্জন। গতঃ- গিয়েছিল।

চ

চ- এবং।

জ

জনান্ম- জনগণকে। জাগরিতঃ- নিন্দ্রা থেকে উঠিত।

ত

তৎসমীপম্ভ- তার নিকটে। তৎক্ষণমেব- সেই সময়েই। তনুথে- তার মুখে। তিষ্ঠতি- থাকে। তুল্যম্ভ- মত।
তেন- তার দ্বারা। তৃয়া- তোমার দ্বারা।

দ

দুর্গয়া- দুর্গার দ্বারা। দ্রাক্ষালতাঃ- আঙুর ফলের লতাগুলি। দৈবাং- দৈববশতঃ।

ধ

ধৃতবান্ম- ধরেছিল।

ন

নথঃ- নথগুলির দ্বারা। নিযুক্তবান्- নিযুক্ত করেছিল। নিহতবান্- হত্যা করেছিল। নিষ্ক্রিয়ৎঃ- যা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

প

পতিতম্- যা পড়েছে (ক্লীব)। পদাধাতম্- পায়ের আধাত। পাশমুক্তঃ- জাল থেকে মুক্ত। পুণ্য- পুণ্য (ক্লীব)। পুরীষম্- মল বা পায়খানা। পূজযন্তি- পূজা করে (বহু)। প্রতিদিনম্- প্রত্যেক দিন (ক্লীব)। প্রায়শঃ- প্রায়ই।

ফ

ফলম্- একটি ফল (ক্লীব)। ফলানি- ফলগুলি (ক্লীব, বহু)।

ব

বয়ম্- আমরা। বিরাজতে- বিরাজ করে বা শোভা পায়। বিশালম্- বড় (ক্লীব)। বিষ্ণুবিদ্বেশ-শিক্ষার্থৎ- বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষভাব শিক্ষা করার জন্য। বৃক্ষান্- বৃক্ষগুলি। বেদ্যম্- জ্ঞাতব্য বা যাকে জানতে হবে (ক্লীব)।

ত

ভণ্টি- বলে। ভবতু- হোক। ভবিতুম্- হতে। ভবিষ্যামি- হব। ভূমৌ- মাটিতে।

ম

মধুরাণি- মধুর (ক্লীব, বহু)। মনসি- মনে। মুখাত্- মুখ থেকে। মেষান্- মেষগুলি।

ঘ

ঘঃ- যে, যিনি। যেন- যার দ্বারা।

র

রাজধারে- রাজবাড়িতে। রাজন্- হে রাজা।

ল

লম্ফম্- লাফ। লোকাঃ- লোকগণ।

শ

শব্দম্- শব্দ। শরাধাতেন- তীরের আধাতে। শৃশানে- চিতায়। শ্যামলম্- সবুজ।

স

সর্বে- সকলে। সরম্বতীম্- সরম্বতীকে। স্ফটিকস্তম্ভাত্- স্ফটিকস্তম্ভ থেকে। সিংহস্য- সিংহের। সুখেন- সুখে।

হ

হস্তুম্- হত্যা করতে।

ক্ষ

ক্ষণান্তরে- ক্ষণকাল পরে।

দ্রষ্টব্য : ক্লীব = ক্লীবলিঙ্গ। বহু = বহুবচন।



**সুস্থ খাবার আই
সুস্থ সবল জীবন পাই ।**

শ্রীমতি সুস্থ খাবার কমিটি বয়স, শিল্প ও কাজের দ্বন্দ্ব অসুস্থীরী প্রতিসিদ্ধিই আমাদের জয়টি পুর্ণ উপাদান এবং নিশ্চিত করতে হবে। অসুস্থিকে প্রতিহত করার জন্য সুস্থ খাবার গুরু করণসূর্য। সুস্থ খাবার আমাদের মোক্ষ প্রতিগ্রোধ ক্ষমতা বৃক্ষ করে ও সেহ-মনকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

২০২২

শিক্ষাবর্ষ

৭ম-সংক্রত

কারো মনে কষ্ট দিওনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য 'ওগুণ' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য